मन की बात 100
MANN KI BAAT 100

# মন কি বাত

## অধ্যায়-9

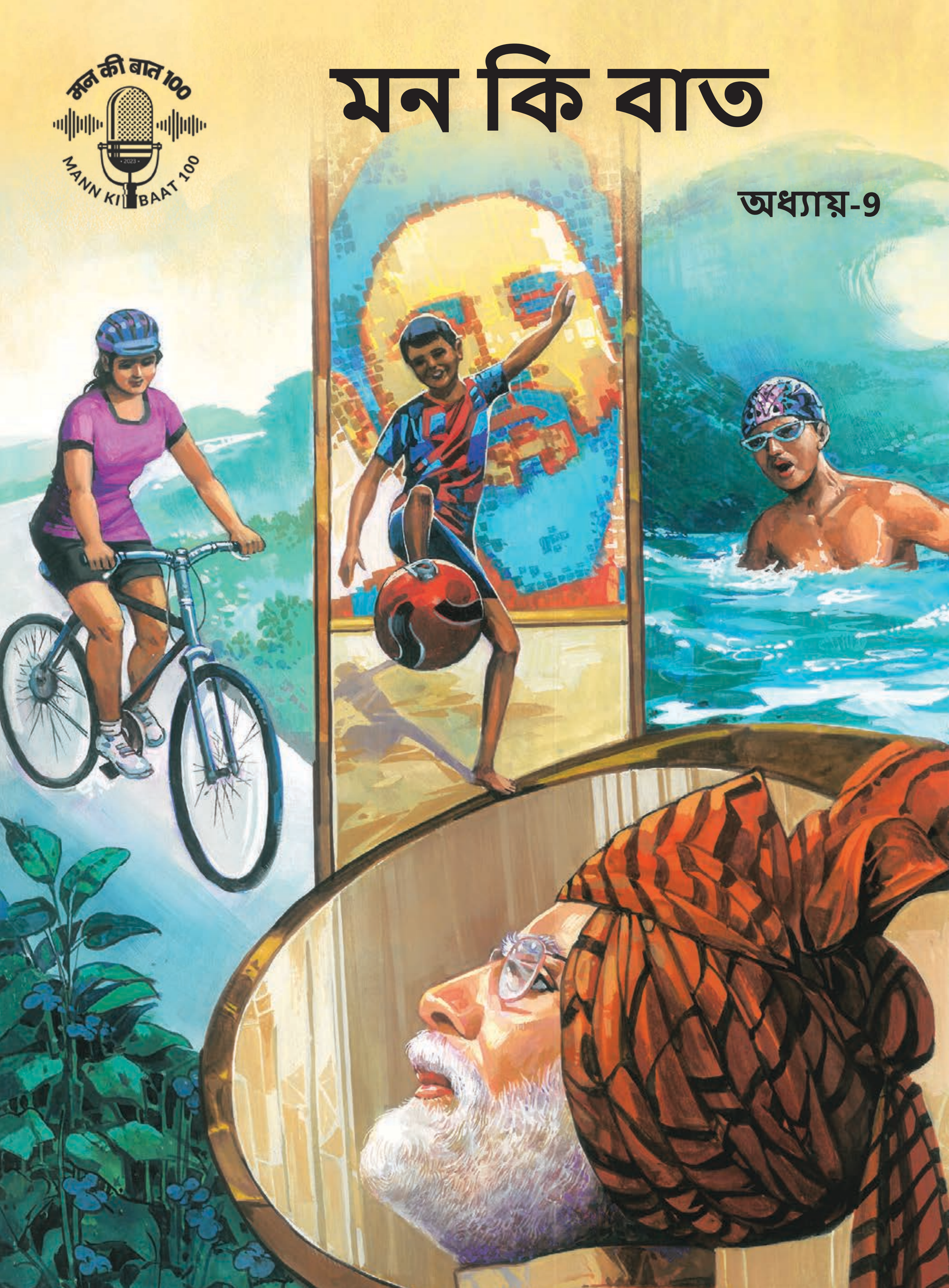

# MANN KI BAAT
## VOL.9

**Authors**
Sarda Mohan and Tanushree Banerji

**Illustrations and Cover Art**
Dilip Kadam

**Assistant Artist**
Ravindra Mokate

**Production**
Amar Chitra Katha

**Colourists**
Prakash Sivan and Prajeesh V. P.

**Layout Artist**
Akshay Khadilkar

**Published by**
Amar Chitra Katha Pvt. Ltd

**BENGALI**

ISBN – 978-93-6127-200-4

Amar Chitra Katha Pvt. Ltd, January 2024

© Ministry of Culture, Govt of India, January 2024
All rights reserved. This book is sold subject to the condition that the publication may not be reproduced, stored in a retrieval system (including but not limited to computers, disks, external drives, electronic or digital devices, e-readers, websites), or transmitted in any form or by any means (including but not limited to cyclostyling, photocopying, docutech or other reprographic reproductions, mechanical, recording, electronic, digital versions) without the prior written permission of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

You can now get ACK stories as part of your classroom with **ACK Learn**, a unique learning platform that brings these stories to your school with a range of workshops. Find out more at **www.acklearn.com** or write to us at **acklearn@ack-media.com**.

প্রিয় শিশুরা,

আমি খুব খুশি বোধ করি যখন তোমাদের মতো অল্প বয়েসি ছেলেমেয়েদের নিজেদের পছন্দ করা ক্ষেত্রে জ্বলজ্বল করতে দেখি। এটি কোন একাডেমিক বা পেশাদারগত ব্যাপার নয় – শুধুমাত্র নিজের আবেগ অনুসরণ করে,নিজের দক্ষতা উন্নত করার জন্য তোমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে দেখে আমি আমাদের দেশের ভবিষ্যতের জন্য বড় আশান্বিত হয়ে উঠি।

এই খণ্ডে, তোমরা বেদাঙ্গী কুলকার্নির সাথে পরিচিত হবে, যিনি সাইকেল চালানো এতটাই উপভোগ করেন যে বিশ্বজুড়ে সাইকেল চালানোর জন্য সবচেয়ে কম বয়সী মহিলা হিসেবে নাম করেছেন! নয় বছর বয়সী কৃষ্ণিল অনিল, রুবিকস কিউব দেখে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিল যে,এটিকে সে শিল্পে পরিণত করেছিল। জিগর ঠক্কর সেরিব্রাল পলসি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেও একজন বিজয়ী প্যারা সাঁতারুতে পরিণত হন।

এমন প্রাপ্তবয়স্করাও আছেন যারা অপ্রচলিত বিকল্প বেছে নিয়ে আনন্দ ছড়িয়েছেন। মীরা শেনয় তার জীবন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন করার জন্য নিয়োজিত করেছেন, অন্যদিকে শ্রীধর ভেম্বু গ্রামীণ ভারতের যুবকদের ক্ষমতায়ন করার কাজ বেছে নিয়েছেন।

শুধু মনে রাখবে, তোমার পছন্দ তোমার জীবনে গুণমান যোগ করে। নিজের হৃদয়ের কথা শোনো এবং যা সঠিক তা করো।

# সূচীপত্র


| | | |
|---|---|---|
| 1 | বাদাউত গ্রাম | 3 |
| 2 | চন্দ্রকান্ত কুলকার্নি | 5 |
| 3 | চিন্ময় এবং প্রদণ্যা পাটাঙ্কর | 7 |
| 4 | হীরামন কোরওয়া | 10 |
| 5 | জিগর ঠক্কর | 13 |
| 6 | কৃষ্ণিল অনিল | 16 |
| 7 | মাদুরাই চিন্না পিল্লাই | 18 |
| 8 | মীরা শেনয় | 21 |
| 9 | রিংফামি ইয়ং | 24 |
| 10 | শ্রীধর ভেম্বু | 27 |
| 11 | বেদাঙ্গী কুলকার্নি | 30 |

# বাদাউত গ্রাম

বিজ্ঞানের ক্লাসে শিক্ষার্থীরা নিকাশী নিষ্কাশন সম্পর্কে শিখছিল।
পয়ঃনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে জলের সঠিক নিষ্পত্তি না হলে, রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে।
গত মাসে আমাদের বিল্ডিংয়ের কাছে নিকাশীর পাইপ ফেটে গেছিল। কী জঘন্য ছিল!
ঐ পচা গন্ধে তুমি থাকছিলে কী করে?
কারা একটু বিরতি নিয়ে মন কী বাত-এর গল্প শুনতে চাও?
কী মজা!
আমি!
হরিয়ানার পঞ্চকুলার বাদাউত গ্রামে -
উফ! উপচে পড়া নর্দমা থেকে কী জঘন্য গন্ধ বের হচ্ছে।
আমার বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। আমি নিশ্চিত যে চারপাশের জমে থাকা নোংরা জলই এর কারণ।
বেশ কিছুদিন ধরেই গ্রামটিতে নোংরা জল নিষ্কাশনের সমস্যা হচ্ছিল।
আমি এখান থেকে সবজি কিনতে চাই না। আশপাশটা খুব নোংরা!
কিন্তু পুরো গ্রামেরই তো এই অবস্থা। আমরা আর কী করতে পারি?

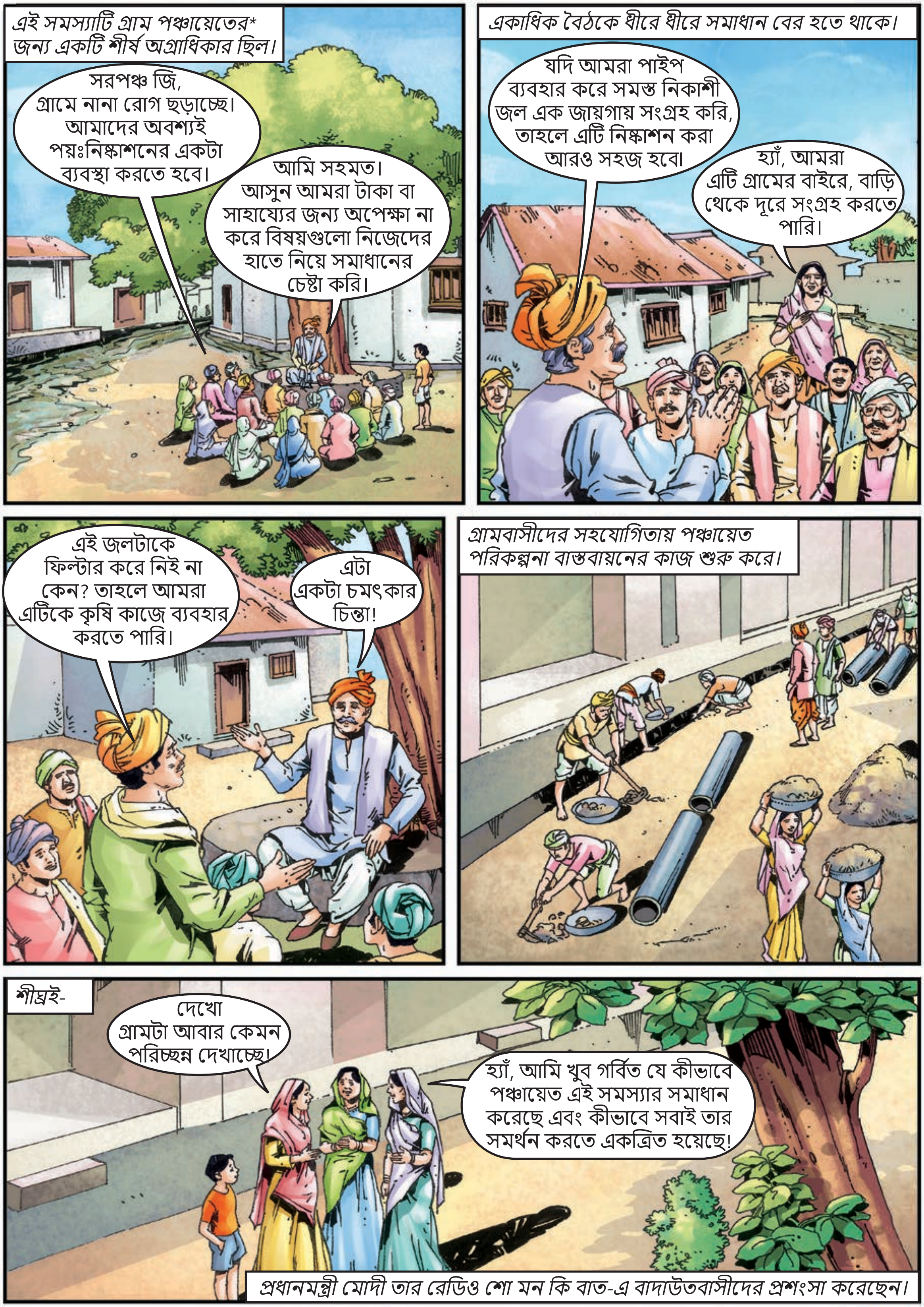
এই সমস্যাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের* জন্য একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার ছিল।
সরপঞ্চ জি, গ্রামে নানা রোগ ছড়াচ্ছে। আমাদের অবশ্যই পয়ঃনিষ্কাশনের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।
আমি সহমত। আসুন আমরা টাকা বা সাহায্যের জন্য অপেক্ষা না করে বিষয়গুলো নিজেদের হাতে নিয়ে সমাধানের চেষ্টা করি।
একাধিক বৈঠকে ধীরে ধীরে সমাধান বের হতে থাকে।
যদি আমরা পাইপ ব্যবহার করে সমস্ত নিকাশী জল এক জায়গায় সংগ্রহ করি, তাহলে এটি নিষ্কাশন করা আরও সহজ হবে।
হ্যাঁ, আমরা এটি গ্রামের বাইরে, বাড়ি থেকে দূরে সংগ্রহ করতে পারি।
এই জলটাকে ফিল্টার করে নিই না কেন? তাহলে আমরা এটিকে কৃষি কাজে ব্যবহার করতে পারি।
এটা একটা চমৎকার চিন্তা!
গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় পঞ্চায়েত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে।
শীঘ্রই-
দেখো গ্রামটা আবার কেমন পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে।
হ্যাঁ, আমি খুব গর্বিত যে কীভাবে পঞ্চায়েত এই সমস্যার সমাধান করেছে এবং কীভাবে সবাই তার সমর্থন করতে একত্রিত হয়েছে!
প্রধানমন্ত্রী মোদী তার রেডিও শো মন কি বাত-এ বাদাউতবাসীদের প্রশংসা করেছেন।

*গ্রাম পরিষদ

# চন্দ্রকান্ত কুলকার্নি

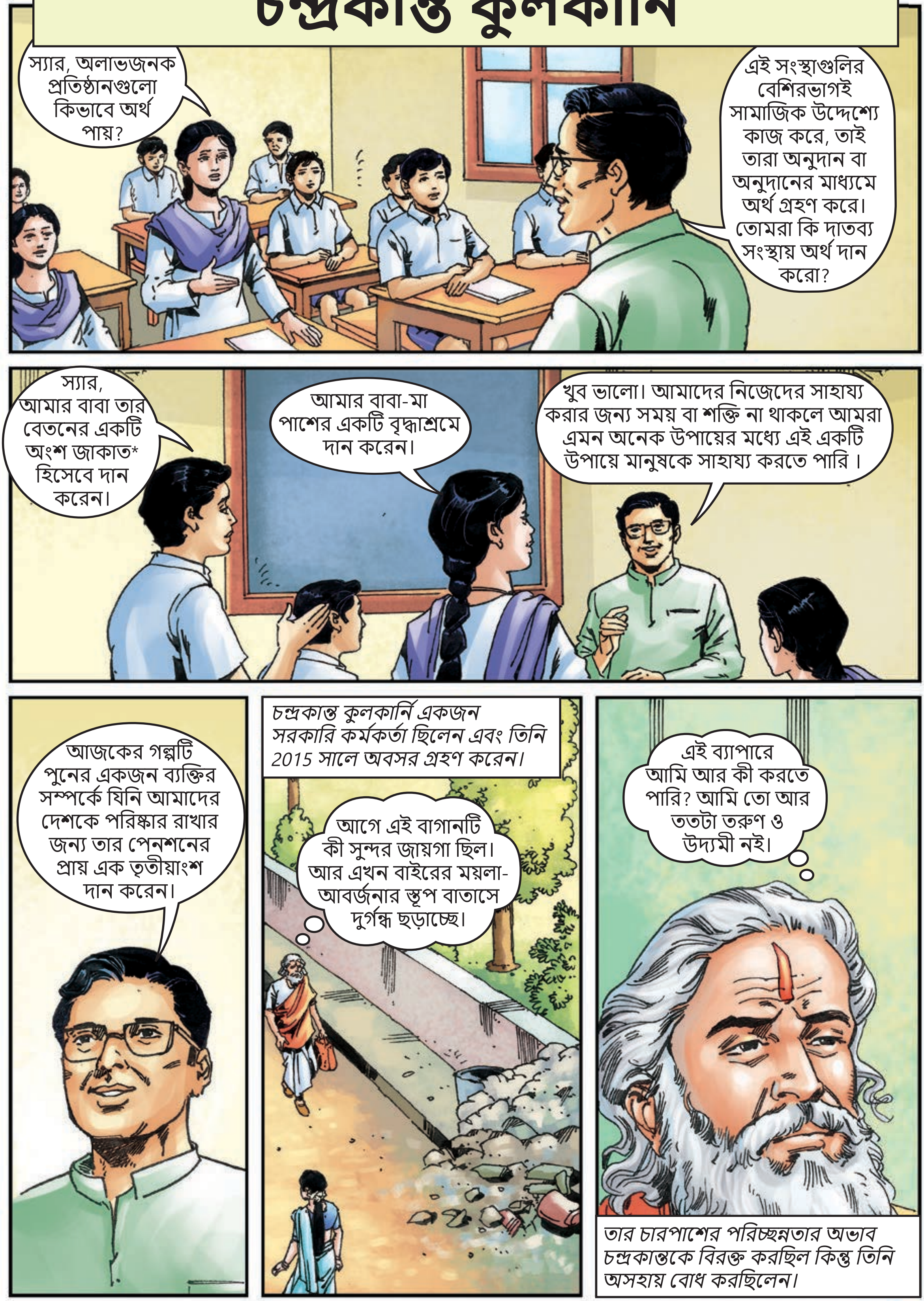


*ইসলাম অনুসারীদের দ্বারা পালন করা দানের একটি রূপ

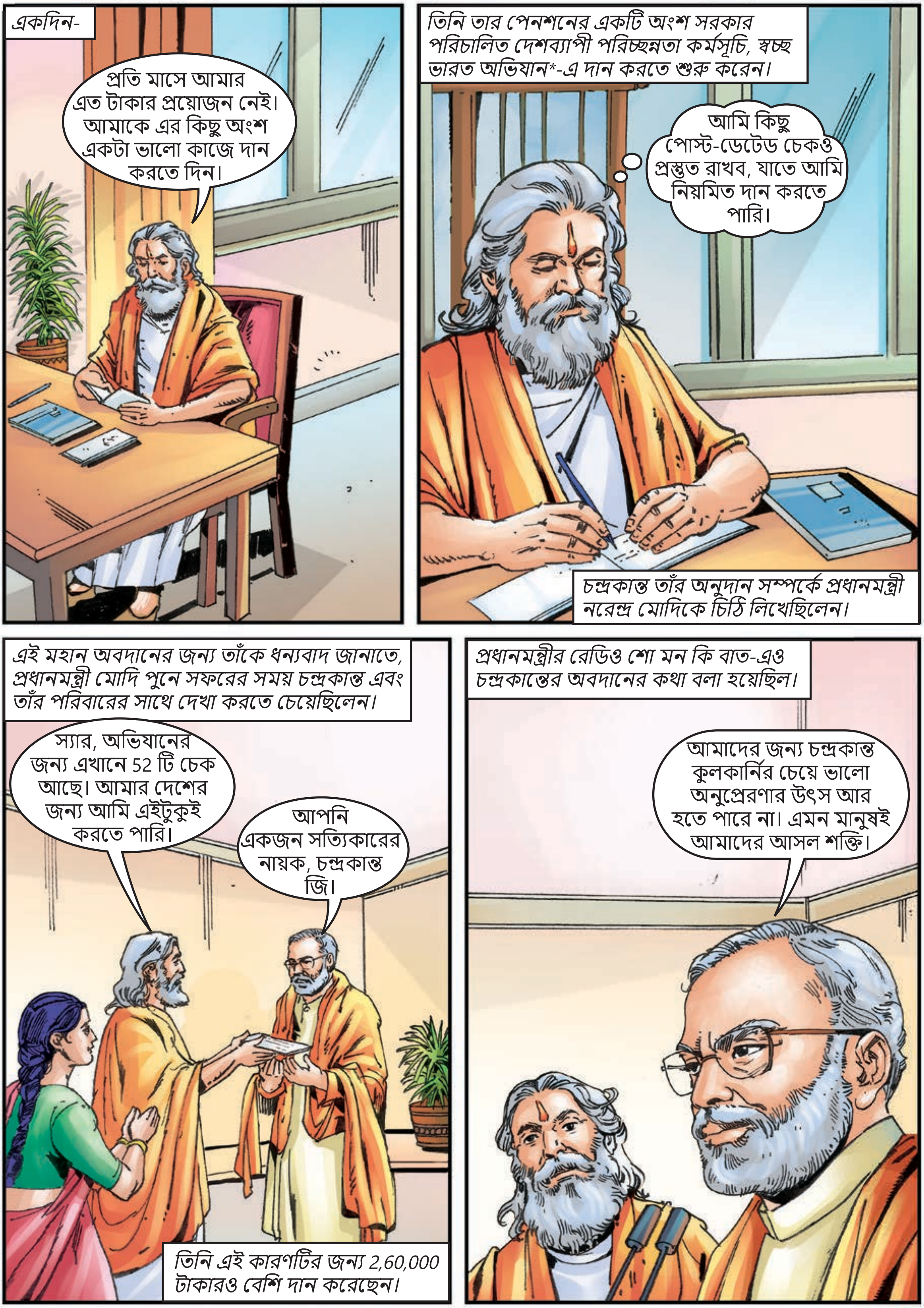


*পরিচ্ছন্ন ভারত মিশন

# চিন্ময় এবং প্রদণ্যা পাটাঙ্কর

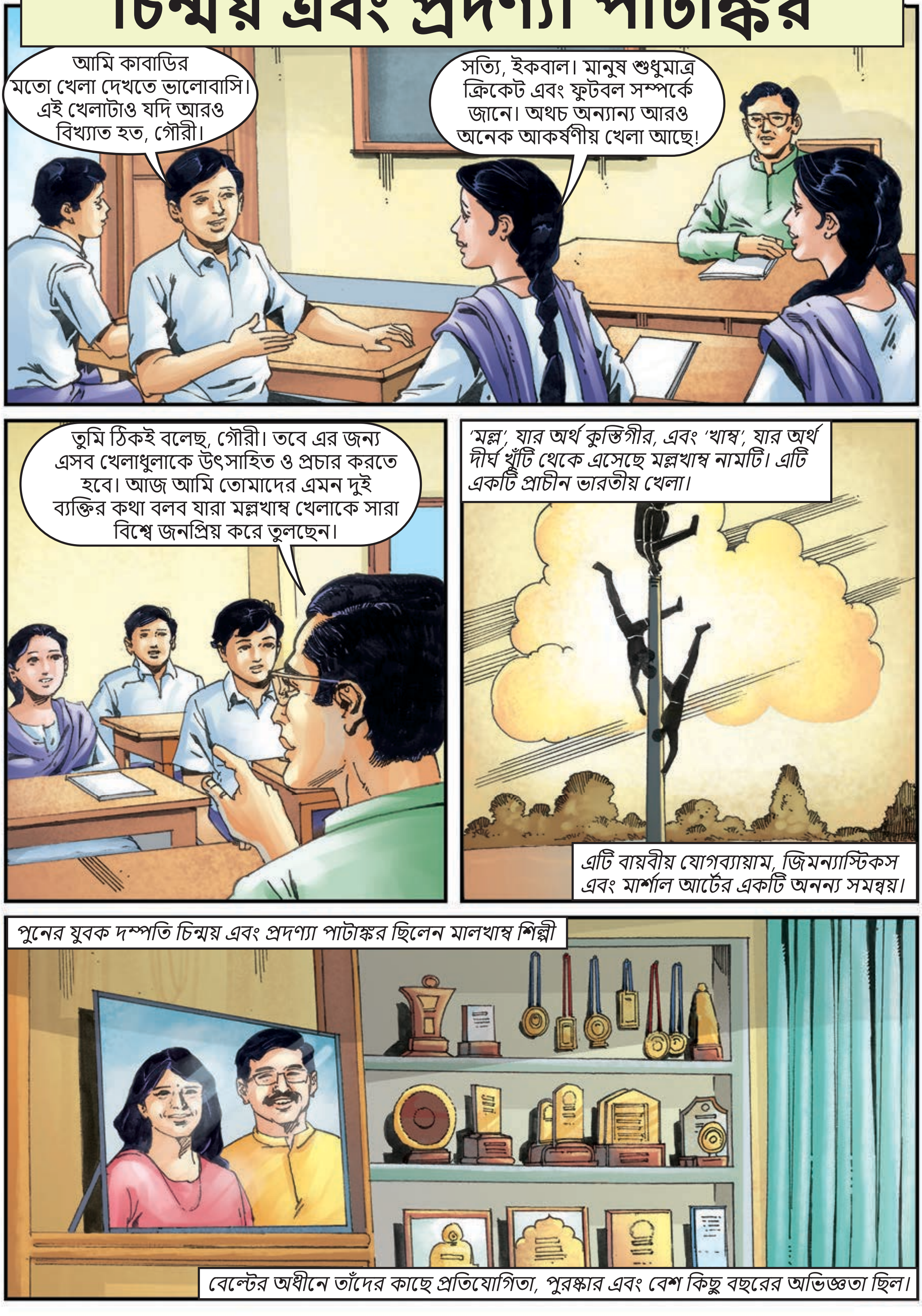

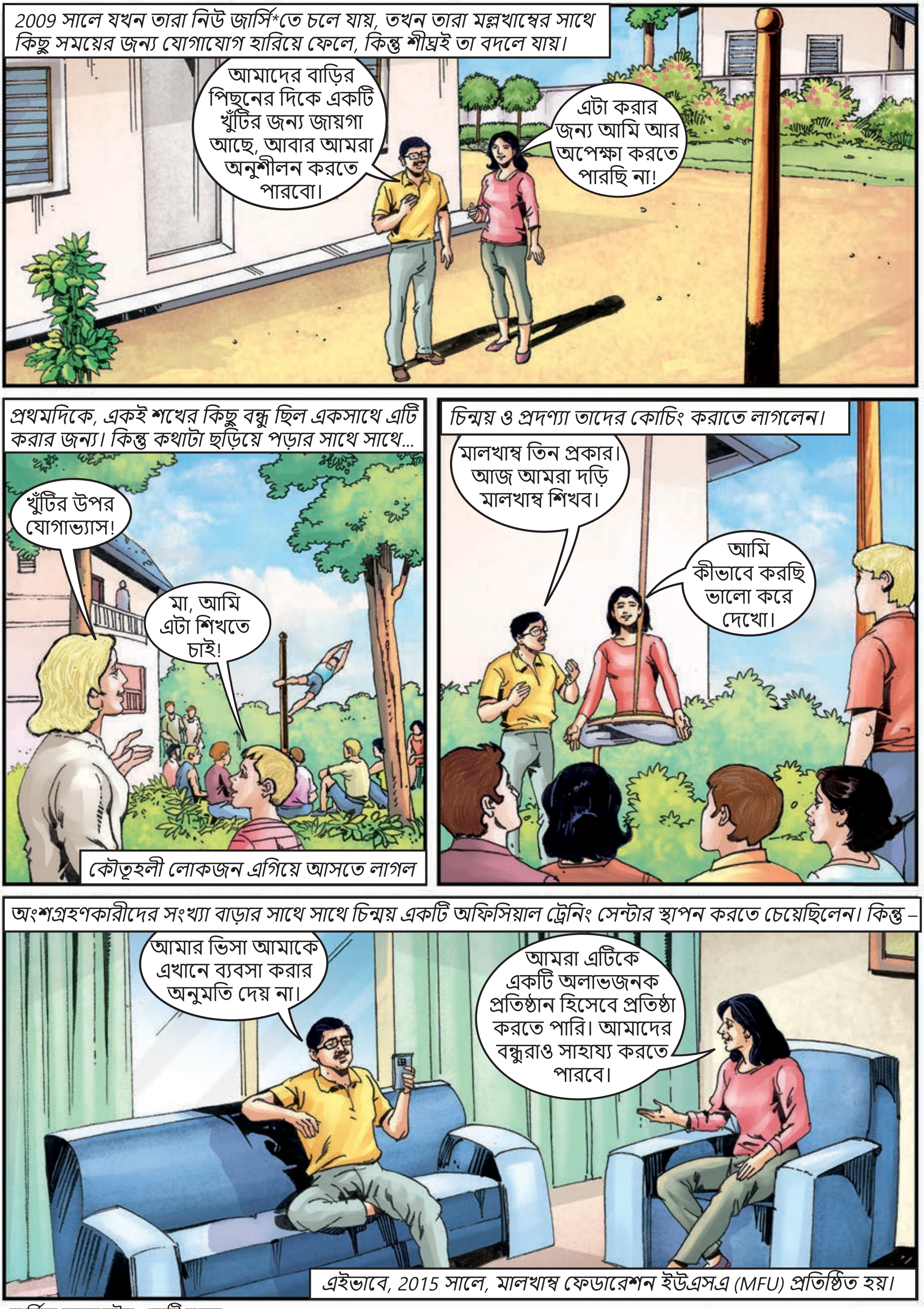


*মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্য

*আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

# হীরামন কোরওয়া

বাচ্চারা তাদের সেই দিনের মন কি বাত গল্পের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল।
আমরা সবেমাত্র আমাদের সংস্কৃত পরীক্ষা শেষ করেছি, স্যার। এখন একটু আয়েশ করে একটা ভালো গল্প শুনতে চাই।
এটা সত্যি! এমনিতেও, আজকাল কেউ সংস্কৃত বলে না। তাহলে আমাদের কেন এটা শিখতে হবে?
এই ভাষায় কথা বলার মানুষ আছে। তাছাড়া এটা না জেনে আমরা কিভাবে আমাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলো পড়তে পারব?
রামায়ণ আর মহাভারতের মতো?
একদম ঠিক। ভারতে এমন অনেক ভাষা রয়েছে যেগুলি বিলুপ্তির ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে, কারণ কেউ সেগুলি ব্যবহার করে না। ঝাড়খণ্ডের সিনজু গ্রামের হীরামন কোরওয়ার মনেও এই একই চিন্তা এসেছিল।
হীরামন যখন অল্প বয়স্ক বালক, তখন থেকেই তার উপজাতির ভাষা তাকে মুগ্ধ করতে শুরু করে।
ঠাকুমা যখন কথা বলেন, তখন তার কথার মধ্যে অনেক অভিব্যক্তি থাকে।
এটাই তো ভাষার শক্তি।

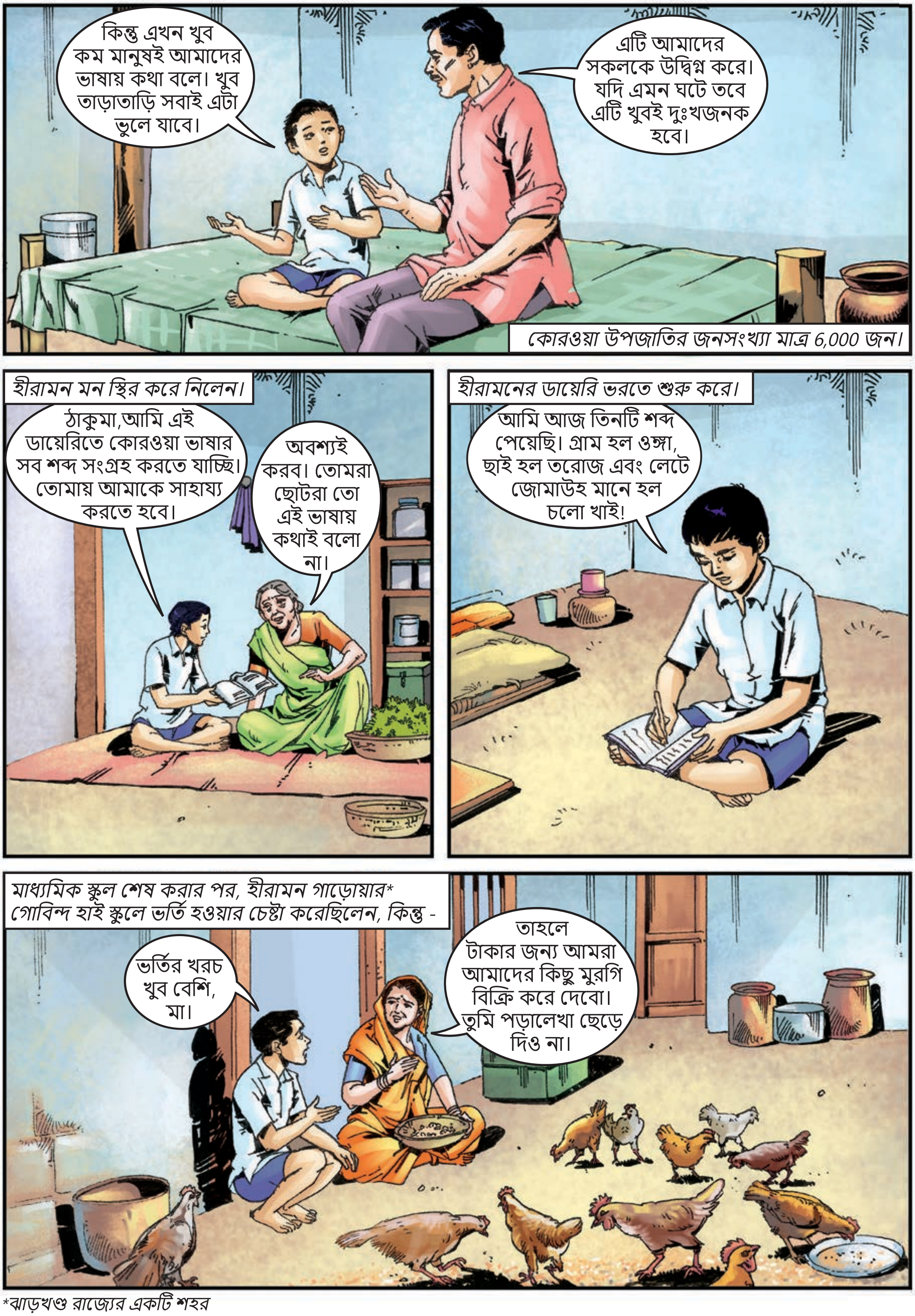


*ঝাড়খণ্ড রাজ্যের একটি শহর

গোবিন্দ হাইস্কুলের অধ্যক্ষ হীরামনকে আরও পড়াশোনা করতে উৎসাহিত করেন। এদিকে, কোরওয়া শব্দ সম্বলিত ডায়েরির সংখ্যা বাড়তে থাকে।
এটি আমার ষষ্ঠ ডায়েরি।
হীরামন ১২ বছর ধরে তার মাতৃভাষা থেকে শব্দ সংগ্রহ করেছেন...
...কিন্তু সেগুলি অভিধান হিসেবে প্রকাশ করার টাকা ছিল না। সহকারী শিক্ষক হিসেবে কাজ করলেও তাকে আর্থিক সহায়তার খোঁজ করতে হয়। অবশেষে -
আমাদের সমিতি কোরওয়া অভিধানকে অর্থায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
অনেক ধন্যবাদ, স্যার।
এটি ছিল ঝাড়খণ্ডের পালামুর মাল্টি-আর্ট অ্যাসোসিয়েশন যা অবশেষে তাঁকে সাহায্যে করেছিল।
এই 50-পৃষ্ঠার অভিধানটি আমাদের উপজাতির অসংখ্য লোকের সাথে আমার কথোপকথনের ফলাফল। এতে প্রাণী, পাখি, রং, জামাকাপড়, গৃহস্থালির জিনিসপত্র এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত সবকিছুর নাম রয়েছে।
একটি সম্প্রদায়কে তার ভাষা ও সংস্কৃতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। সে সব ভুলে গিয়ে আমরা আমাদের পরিচয় ভুলে যাই।

# জিগর ঠক্কর

কী হয়েছে, চরণ?
আমি স্থানীয় বাস্কেটবল দলে খেলতে চেয়েছিলাম, স্যার। কিন্তু আমি যথেষ্ট লম্বা নই বলে তারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।
সাহস হারিও না, চরণ। তাদেরকে ভুল প্রমান করো। আজ আমি তোমাদের জিগর ঠক্কর নামে এক যুবকের কথা বলব, যে অনেক বাধা সত্ত্বেও পুরস্কারপ্রাপ্ত সাঁতারুতে পরিণত হয়েছে।
1998 সালের জুন মাসে গুজরাটের রাজকোটে জিগর ঠক্কর জন্মগ্রহণ করেন। কয়েক মাসের মধ্যে তার বাবা-মায়ের খুশি চিন্তায় পরিণত হয়।
ওর পা শক্ত মনে হচ্ছে না। বারবার নিচে পড়ে যায়।
সেই সময় তাঁর বয়স ছিল 9 মাস -
আমি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, জিগরের সেরিব্রাল পলসি নামক একটি অসুখ রয়েছে।
ওটার মানে কী?
এর মানে হল যে তার মস্তিষ্ক তার শরীরকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। হাঁটা তার জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। এমনকি তার ভারসাম্যও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
তাহলে কি ও কখনোই স্বাবলম্বী হতে পারবে না?
ও পারবে। আর আমরা এটা নিশ্চিত করব।
সাহস হারানোর বদলে জিগরের বাবা-মা তাকে ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে নিয়ে গিয়ে ব্যায়াম করাতে শুরু করেন।

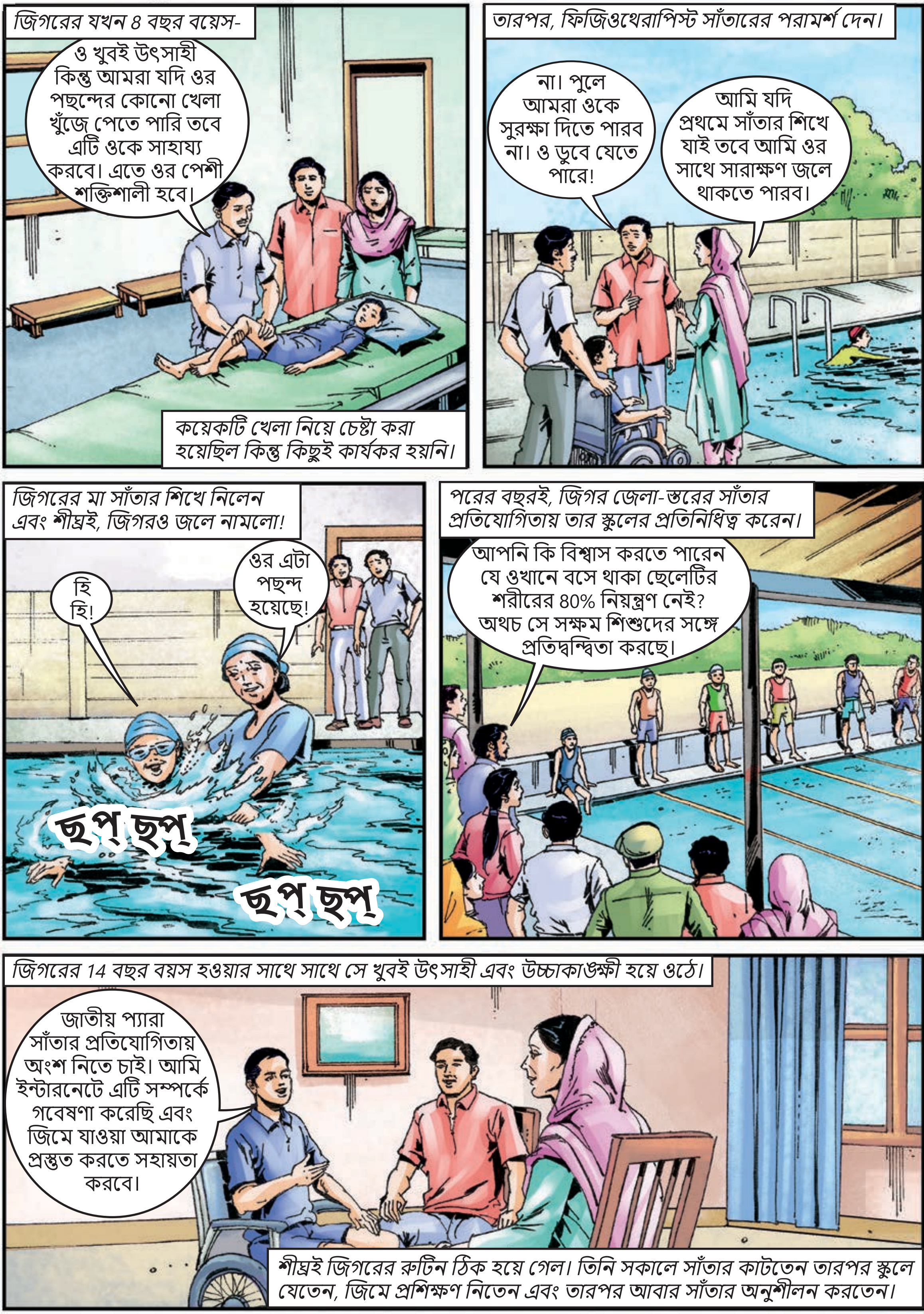
জিগরের যখন 8 বছর বয়েস-
ও খুবই উৎসাহী কিন্তু আমরা যদি ওর পছন্দের কোনো খেলা খুঁজে পেতে পারি তবে এটি ওকে সাহায্য করবে। এতে ওর পেশী শক্তিশালী হবে।
কয়েকটি খেলা নিয়ে চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু কিছুই কার্যকর হয়নি।
তারপর, ফিজিওথেরাপিস্ট সাঁতারের পরামর্শ দেন।
না। পুলে আমরা ওকে সুরক্ষা দিতে পারব না। ও ডুবে যেতে পারে!
আমি যদি প্রথমে সাঁতার শিখে যাই তবে আমি ওর সাথে সারাক্ষণ জলে থাকতে পারব।
জিগরের মা সাঁতার শিখে নিলেন এবং শীঘ্রই, জিগরও জলে নামলো!
হি হি!
ওর এটা পছন্দ হয়েছে!
ছপ্ ছপ্
ছপ্ ছপ্
পরের বছরই, জিগর জেলা-স্তরের সাঁতার প্রতিযোগিতায় তার স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করেন।
আপনি কি বিশ্বাস করতে পারেন যে ওখানে বসে থাকা ছেলেটির শরীরের 80% নিয়ন্ত্রণ নেই? অথচ সে সক্ষম শিশুদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।
জিগরের 14 বছর বয়স হওয়ার সাথে সাথে সে খুবই উৎসাহী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে।
জাতীয় প্যারা সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চাই। আমি ইন্টারনেটে এটি সম্পর্কে গবেষণা করেছি এবং জিমে যাওয়া আমাকে প্রস্তুত করতে সহায়তা করবে।
শীঘ্রই জিগরের রুটিন ঠিক হয়ে গেল। তিনি সকালে সাঁতার কাটতেন তারপর স্কুলে যেতেন, জিমে প্রশিক্ষণ নিতেন এবং তারপর আবার সাঁতার অনুশীলন করতেন।

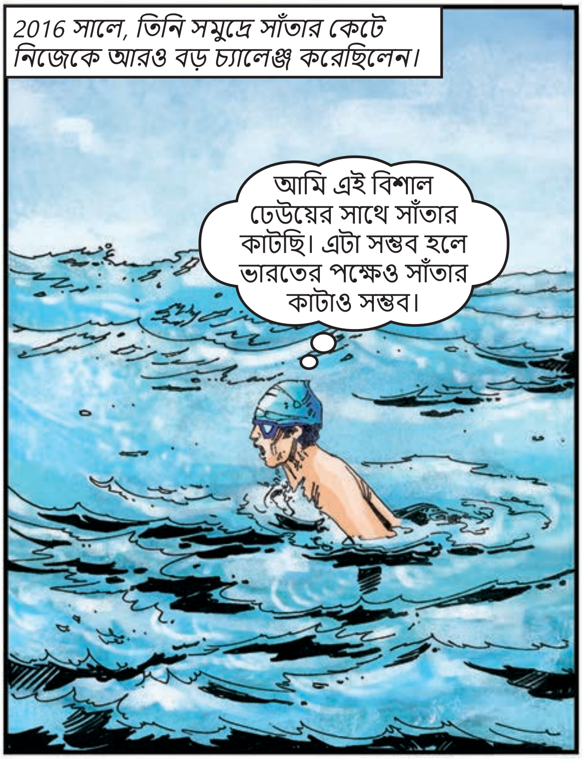

*একটি প্যারা সুইমিং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ইন্টারন্যাশনাল ডয়েচে মিস্টারশ্যাফটেন, জার্মানি দ্বারা আয়োজিত।

# কৃষ্ণিল অনিল

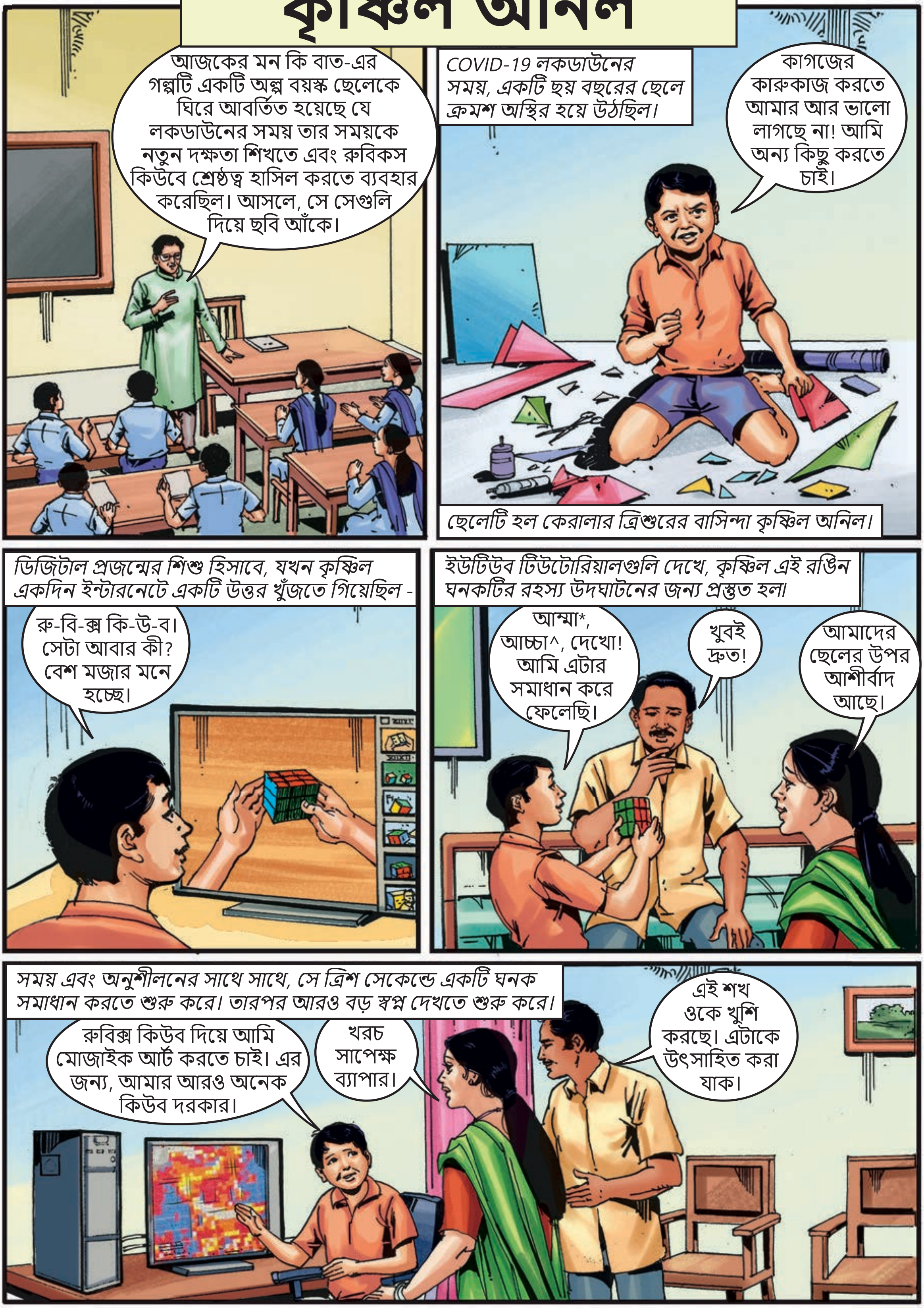


*মালায়লাম ভাষায় মা
^মালায়লাম ভাষায় বাবা

দেশের পতাকার মতো সাধারণ প্যাটার্ন দিয়ে শুরু হল...
... শীঘ্রই কৃষ্ণিল পূর্ণাঙ্গ মোজাইক প্রতিকৃতি তৈরি করতে শুরু করল।
সে তার বন্ধু, শিক্ষক এমনকি ক্রীড়াবিদ এবং চলচ্চিত্র তারকাদেরও প্রতিকৃতি আঁকতে শুরু করল।
এর মধ্যে কিছু সেলিব্রিটি তাঁর কাজকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিয়েছেন, যা তাঁকে স্বীকৃতি এনে দিয়েছে।
কৃষ্ণিল রাহুল গান্ধী এবং প্রধানমন্ত্রী মোদিরও মোজাইক প্রতিকৃতি তৈরি করেছে। রাহুল গান্ধী তার সাথে দেখা করেছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী মন কি বাতে তাঁর কথা উল্লেখ করেছিলেন।
3X3 রুবিকস কিউব আয়ত্ত করার পরে, কৃষ্ণিল সমস্ত আকার এবং আয়তনের কিউব সমাধান করতে শেখে।
তার ইউটিউব চ্যানেল 'কৃষ্ণিল অনিল' প্রায় 200টি ভিডিও নিয়ে তৈরি। এতে তার মোজাইক পোর্ট্রেটের টাইম-ল্যাপস ফুটেজ, বিভিন্ন কিউবের ভিডিও পর্যালোচনা এবং রুবিকস কিউব সমাধানে অন্যদের সাহায্য করার জন্য টিউটোরিয়াল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
প্রথমত, আপনাকে একপাশে একটি ক্রস করতে হবে।
কৃষ্ণিল এখন নয় বছর বয়সী, কিউবিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং একদিন একজন খেলোয়াড় হিসেবে ভালো র‍্যাঙ্ক অর্জন করার লক্ষ্য রাখে।

# মাদুরাই চিন্না পিল্লাই

*মহাশয়

*তামিলনাড়ুতে

^তামিল ভাষায় 'শস্যভাণ্ডার' এবং 'সমৃদ্ধি' উভয়েরই অর্থ

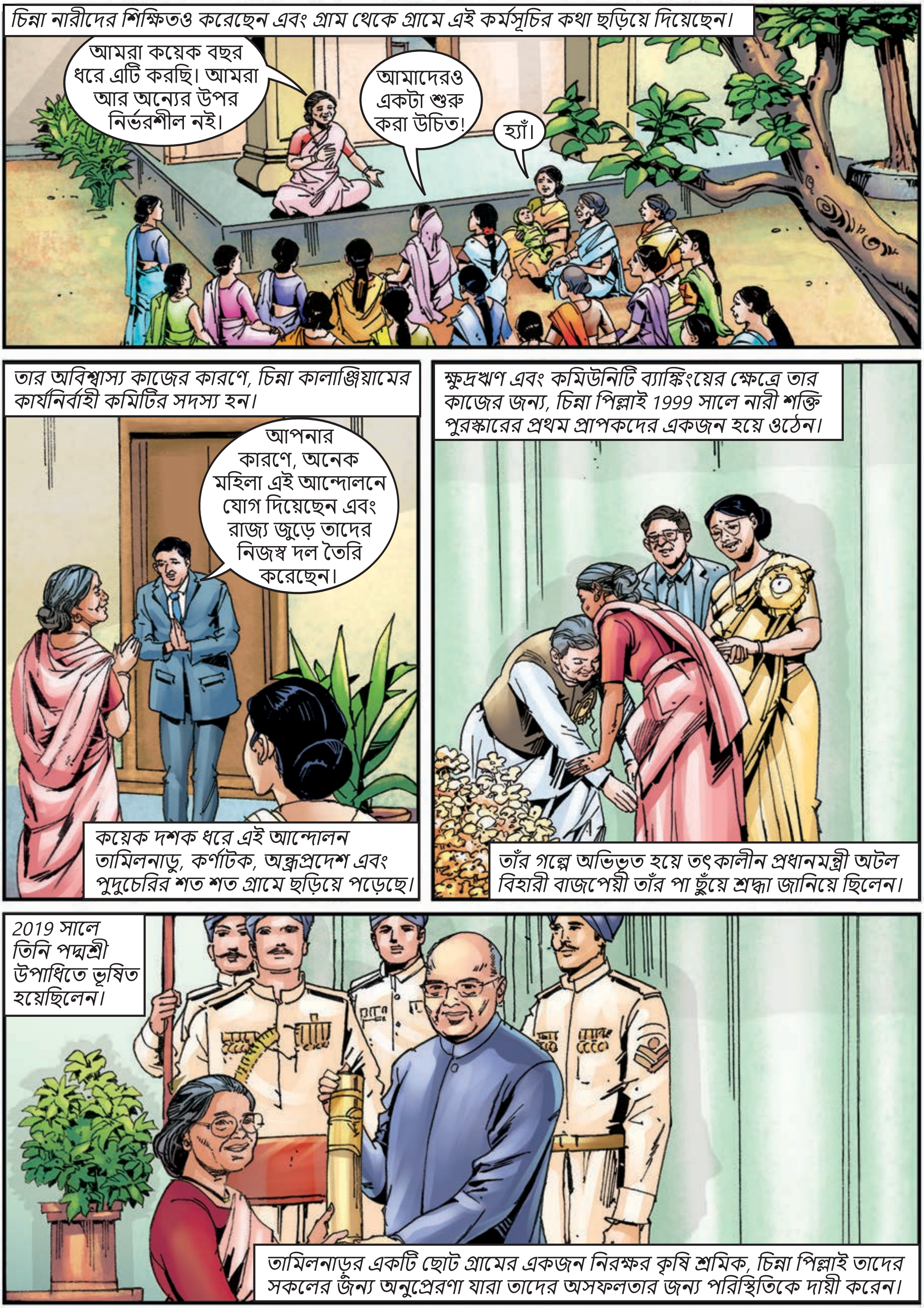
চিন্না নারীদের শিক্ষিতও করেছেন এবং গ্রাম থেকে গ্রামে এই কর্মসূচির কথা ছড়িয়ে দিয়েছেন।
আমরা কয়েক বছর ধরে এটি করছি। আমরা আর অন্যের উপর নির্ভরশীল নই।
আমাদেরও একটা শুরু করা উচিত!
হ্যাঁ।
তার অবিশ্বাস্য কাজের কারণে, চিন্না কালাঞ্জিয়ামের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হন।
আপনার কারণে, অনেক মহিলা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন এবং রাজ্য জুড়ে তাদের নিজস্ব দল তৈরি করেছেন।
কয়েক দশক ধরে এই আন্দোলন তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পুদুচেরির শত শত গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে।
ক্ষুদ্রঋণ এবং কমিউনিটি ব্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে তার কাজের জন্য, চিন্না পিল্লাই 1999 সালে নারী শক্তি পুরস্কারের প্রথম প্রাপকদের একজন হয়ে ওঠেন।
তাঁর গল্পে অভিভূত হয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী তাঁর পা ছুঁয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছিলেন।
2019 সালে তিনি পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।
তামিলনাড়ুর একটি ছোট গ্রামের একজন নিরক্ষর কৃষি শ্রমিক, চিন্না পিল্লাই তাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরণা যারা তাদের অসফলতার জন্য পরিস্থিতিকে দায়ী করেন।

# মীরা শেনয়

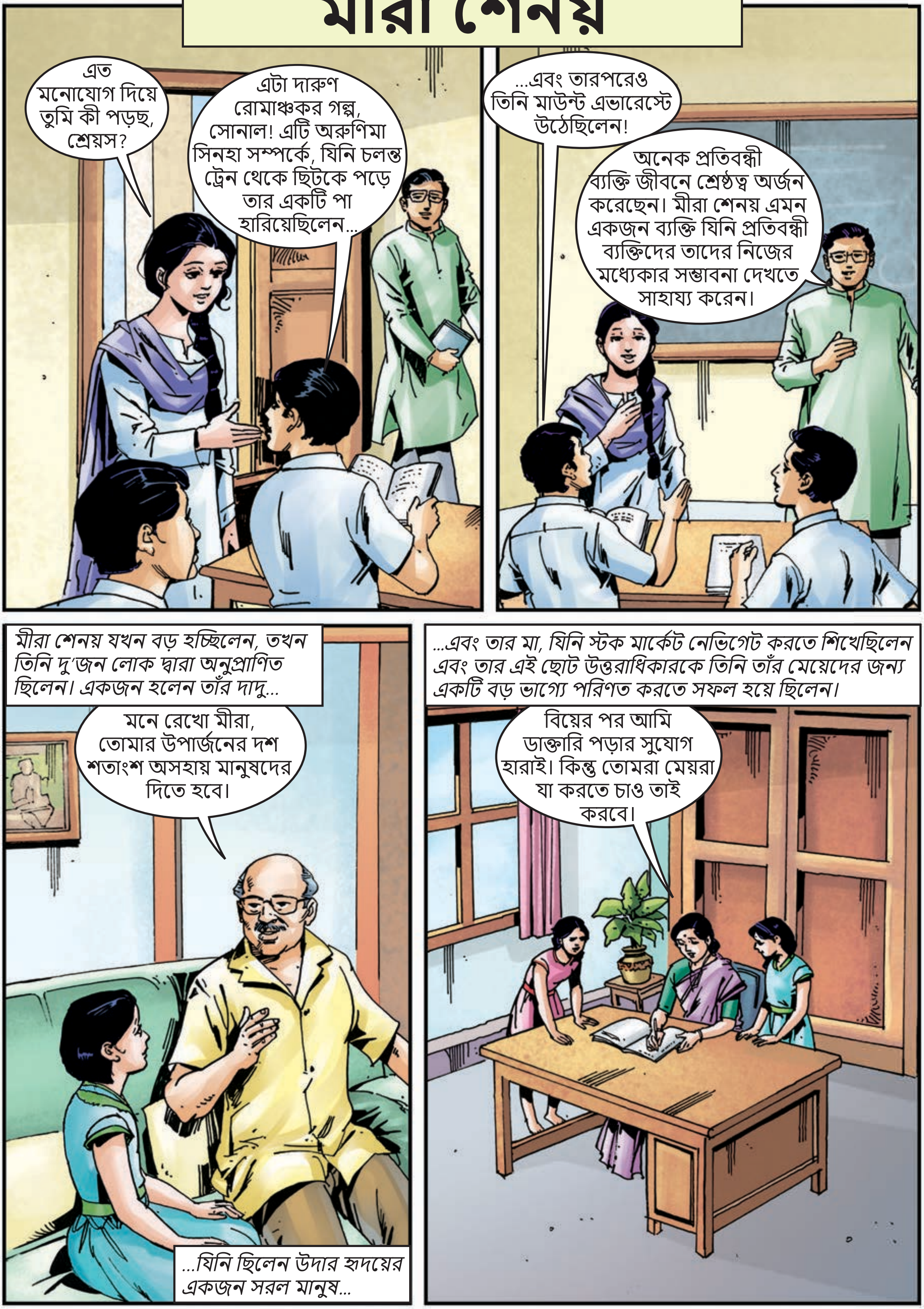

এত মনোযোগ দিয়ে তুমি কী পড়ছ, শ্রেয়স?
এটা দারুণ রোমাঞ্চকর গল্প, সোনাল! এটি অরুণিমা সিনহা সম্পর্কে, যিনি চলন্ত ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে তার একটি পা হারিয়েছিলেন...
...এবং তারপরেও তিনি মাউন্ট এভারেস্টে উঠেছিলেন!
অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। মীরা শেনয় এমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের নিজের মধ্যেকার সম্ভাবনা দেখতে সাহায্য করেন।
মীরা শেনয় যখন বড় হচ্ছিলেন, তখন তিনি দু'জন লোক দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। একজন হলেন তাঁর দাদু...
মনে রেখো মীরা, তোমার উপার্জনের দশ শতাংশ অসহায় মানুষদের দিতে হবে।
...যিনি ছিলেন উদার হৃদয়ের একজন সরল মানুষ...
...এবং তার মা, যিনি স্টক মার্কেট নেভিগেট করতে শিখেছিলেন এবং তার এই ছোট উত্তরাধিকারকে তিনি তাঁর মেয়েদের জন্য একটি বড় ভাগ্যে পরিণত করতে সফল হয়ে ছিলেন।
বিয়ের পর আমি ডাক্তারি পড়ার সুযোগ হারাই। কিন্তু তোমরা মেয়েরা যা করতে চাও তাই করবে।

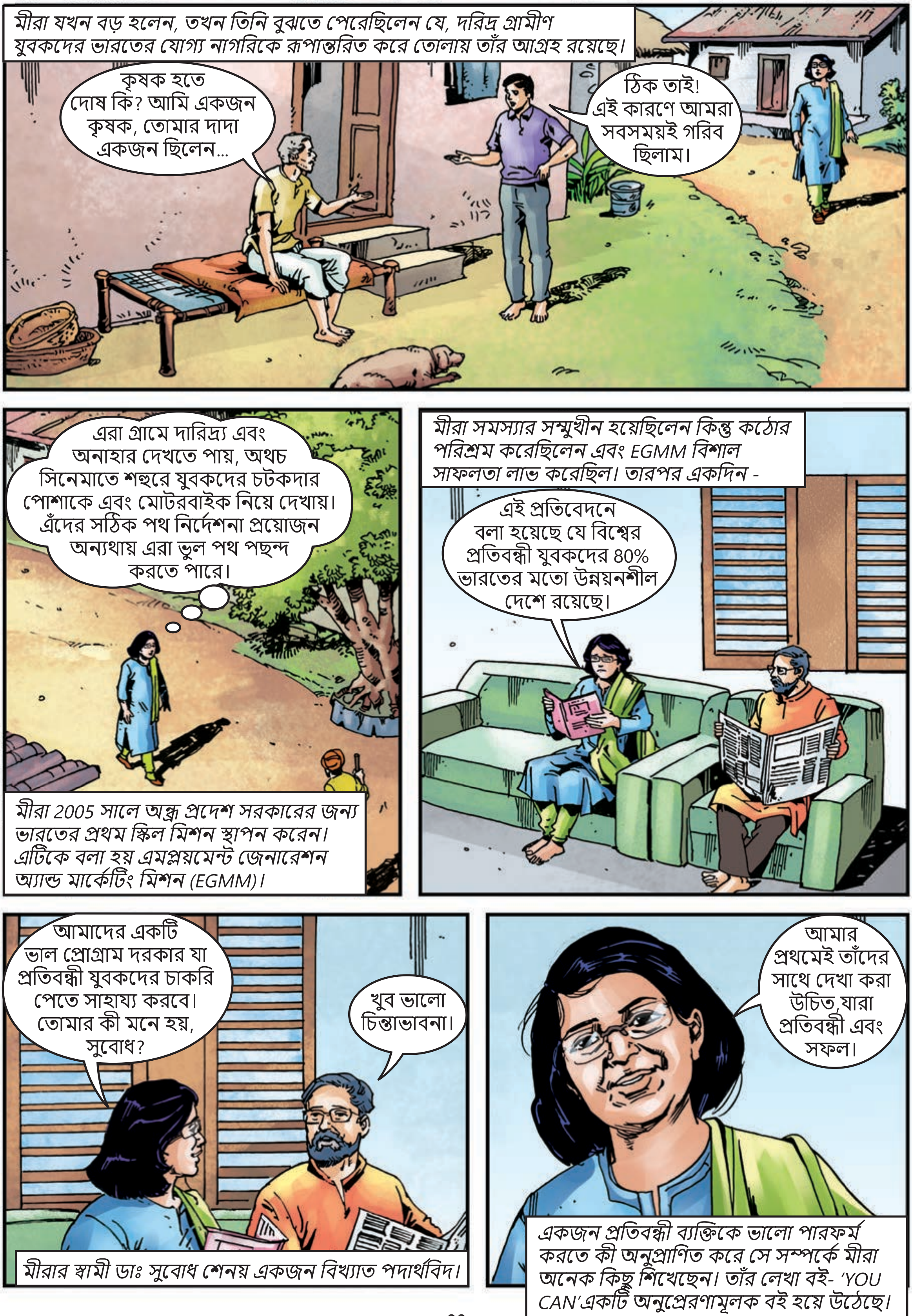
মীরা যখন বড় হলেন, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, দরিদ্র গ্রামীণ যুবকদের ভারতের যোগ্য নাগরিকে রূপান্তরিত করে তোলায় তাঁর আগ্রহ রয়েছে।
কৃষক হতে দোষ কি? আমি একজন কৃষক, তোমার দাদা একজন ছিলেন...
ঠিক তাই! এই কারণে আমরা সবসময়ই গরিব ছিলাম।
এরা গ্রামে দারিদ্র্য এবং অনাহার দেখতে পায়, অথচ সিনেমাতে শহুরে যুবকদের চটকদার পোশাকে এবং মোটরবাইক নিয়ে দেখায়। এঁদের সঠিক পথ নির্দেশনা প্রয়োজন অন্যথায় এরা ভুল পথ পছন্দ করতে পারে।
মীরা 2005 সালে অন্ধ্র প্রদেশ সরকারের জন্য ভারতের প্রথম স্কিল মিশন স্থাপন করেন। এটিকে বলা হয় এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন অ্যান্ড মার্কেটিং মিশন (EGMM)।
মীরা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন এবং EGMM বিশাল সাফলতা লাভ করেছিল। তারপর একদিন -
এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে বিশ্বের প্রতিবন্ধী যুবকদের 80% ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে রয়েছে।
আমাদের একটি ভাল প্রোগ্রাম দরকার যা প্রতিবন্ধী যুবকদের চাকরি পেতে সাহায্য করবে। তোমার কী মনে হয়, সুবোধ?
খুব ভালো চিন্তাভাবনা।
মীরার স্বামী ডাঃ সুবোধ শেনয় একজন বিখ্যাত পদার্থবিদ।
আমার প্রথমেই তাঁদের সাথে দেখা করা উচিত,যারা প্রতিবন্ধী এবং সফল।
একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভালো পারফর্ম করতে কী অনুপ্রাণিত করে সে সম্পর্কে মীরা অনেক কিছু শিখেছেন। তাঁর লেখা বই- 'YOU CAN'একটি অনুপ্রেরণামূলক বই হয়ে উঠেছে।

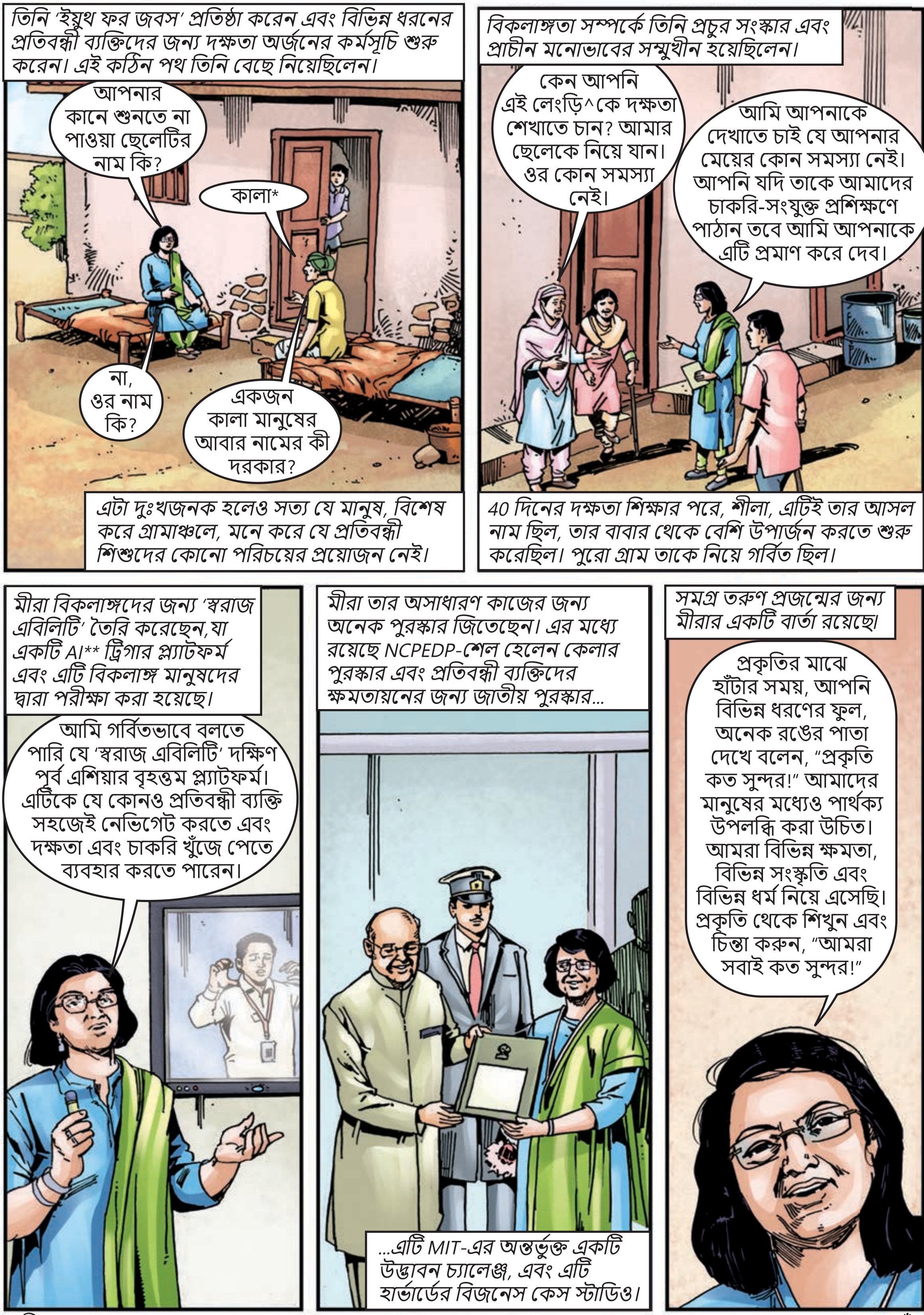


*বধির
**কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
^খোঁড়া

# রিংফামি ইয়ং

*সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ কাউন্সিল (CSIR) এবং হিমালয়ান বায়োরিসোর্স টেকনোলজি (IHBT) ইনস্টিটিউটের যৌথ কর্মসূচি

হ্যাঁ, কিন্তু এখন আপেলের অনেক প্রকার রয়েছে।
একটি 'কম শীতল' বৈচিত্র্য রয়েছে যার বিকাশের জন্য ঐতিহ্যগত শীতল তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় না। আমরা আপনাকে এই সম্পর্কে বলতে যাচ্ছি।
Training Programme
entific and Industrial Research
and
OF Himalayan
resou
mology (IHBT)
MENT
INDIA.
তারা যে বড় হবে তার কোন নিশ্চয়তা এখনো নেই। এমন ঝুঁকি কে নেবে?
অনেক লোক আশ্বস্ত ছিল না, কিন্তু রিংফামি এই ধরনের আপেল সম্পর্কে তার যা কিছু সম্ভব তা শিখেছিল।
পরের বছরের শুরুর দিকে, মহামারী আঘাত হানে।
যেহেতু আমাদের এখন বাড়িতে থাকতে হবে,এসো কম ঠান্ডা আপেল চাষ করার চেষ্টা করি।
হ্যাঁ। এটা পরীক্ষা করার জন্য একটি ভাল সময়।
সরকারি সহায়তায়, রিংফামি এবং আরও কয়েকজন আন্না, ডরসেট গোল্ডেন এবং অন্যান্য কম-ঠান্ডা জাত রোপণ করেন।
এই চারাগাছগুলির খুবই যত্ন প্রয়োজন।
সেটা করার জন্য আমাদের হাতে এখন প্রচুর সময় আছে।
দম্পতি চারাগাছগুলির প্রয়োজনীয় যত্ন করে। গাছগুলি বাড়তে শুরু করে...
আমি 90টি চারা লাগিয়ে ছিলাম, তারমধ্যে 85টি বেঁচে গেছে।

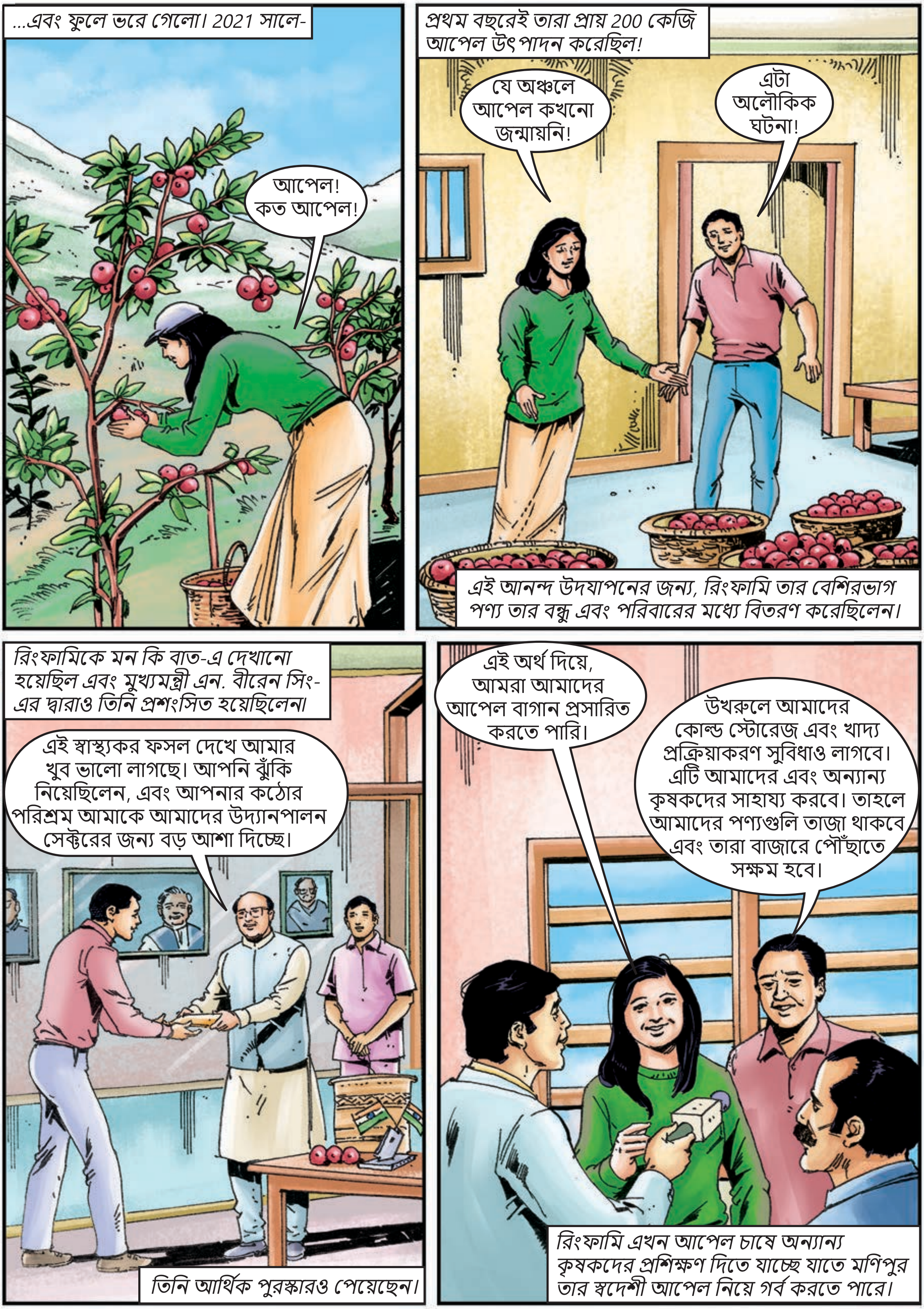
...এবং ফুলে ভরে গেলো। 2021 সালে-
আপেল! কত আপেল!
প্রথম বছরেই তারা প্রায় 200 কেজি আপেল উৎপাদন করেছিল!
যে অঞ্চলে আপেল কখনো জন্মায়নি!
এটা অলৌকিক ঘটনা!
এই আনন্দ উদযাপনের জন্য, রিংফামি তার বেশিরভাগ পণ্য তার বন্ধু এবং পরিবারের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন।
রিংফামিকে মন কি বাত-এ দেখানো হয়েছিল এবং মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিং-এর দ্বারাও তিনি প্রশংসিত হয়েছিলেন।
এই স্বাস্থ্যকর ফসল দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। আপনি ঝুঁকি নিয়েছিলেন, এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম আমাকে আমাদের উদ্যানপালন সেক্টরের জন্য বড় আশা দিচ্ছে।
তিনি আর্থিক পুরস্কারও পেয়েছেন।
এই অর্থ দিয়ে, আমরা আমাদের আপেল বাগান প্রসারিত করতে পারি।
উখরুলে আমাদের কোল্ড স্টোরেজ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সুবিধাও লাগবে। এটি আমাদের এবং অন্যান্য কৃষকদের সাহায্য করবে। তাহলে আমাদের পণ্যগুলি তাজা থাকবে এবং তারা বাজারে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।
রিংফামি এখন আপেল চাষে অন্যান্য কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিতে যাচ্ছে যাতে মণিপুর তার স্বদেশী আপেল নিয়ে গর্ব করতে পারে।

# শ্রীধর ভেম্বু

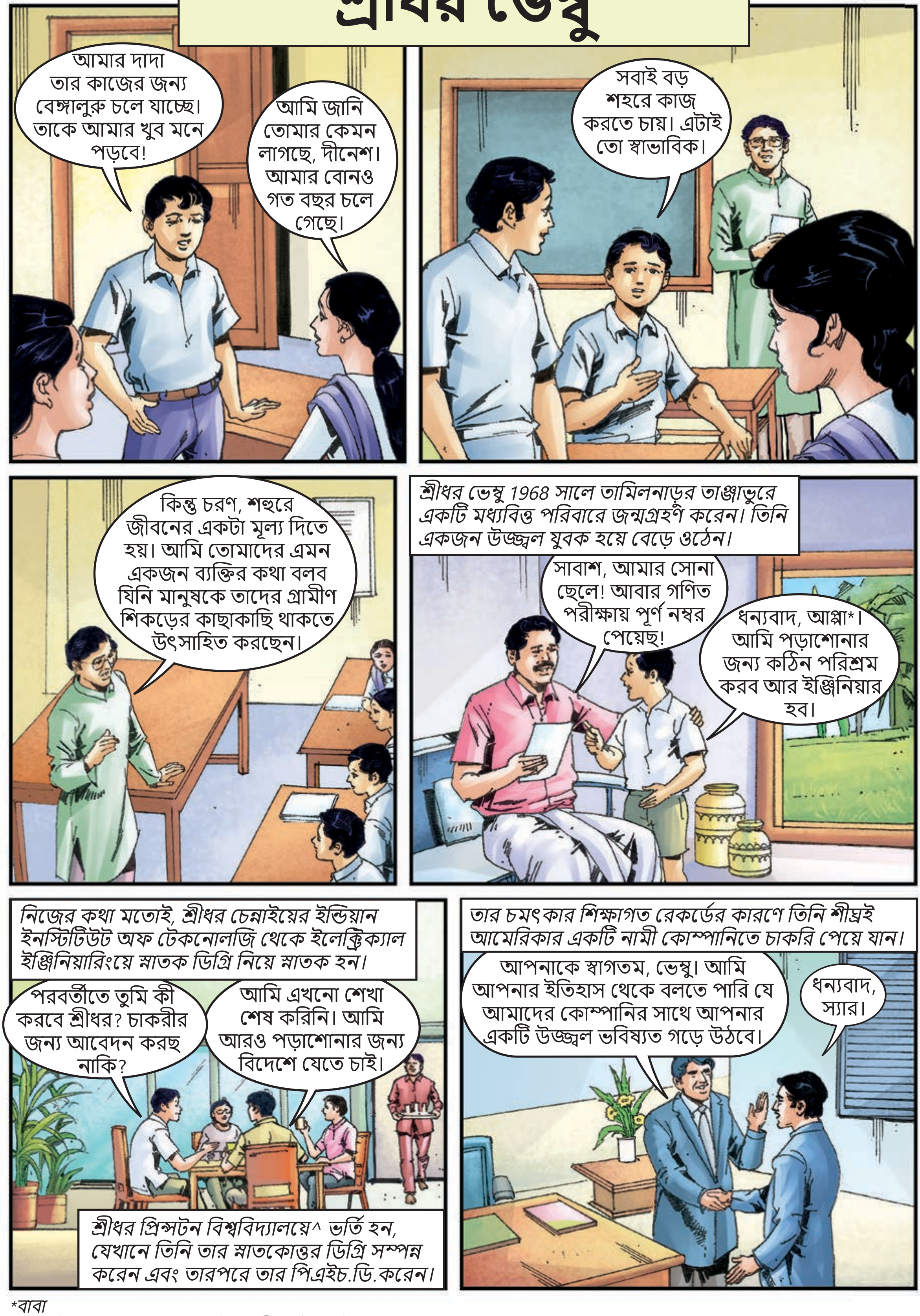


*বাবা

^ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির একটি মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়।

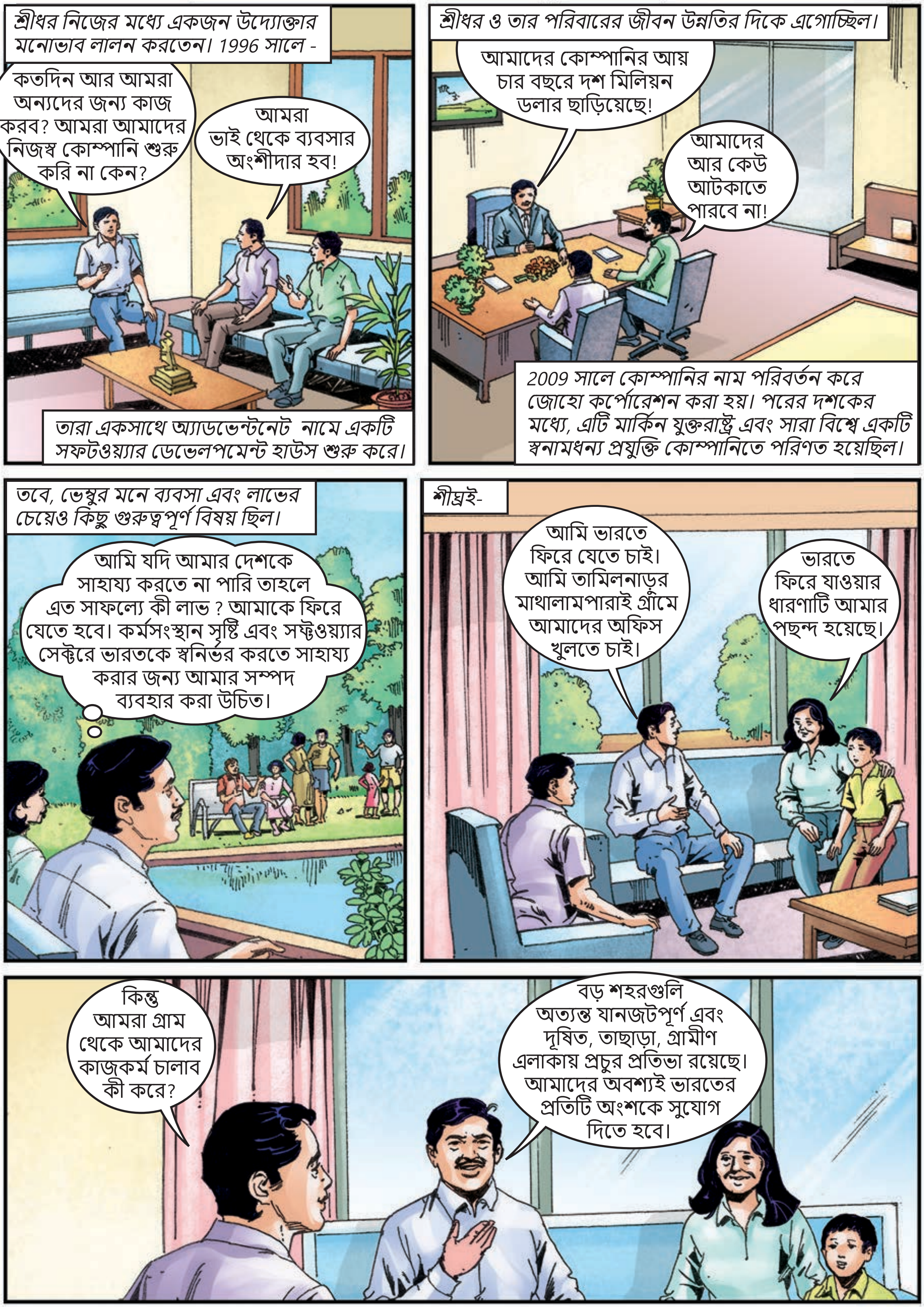
শ্রীধর নিজের মধ্যে একজন উদ্যোক্তার মনোভাব লালন করতেন। 1996 সালে -
কতদিন আর আমরা অন্যদের জন্য কাজ করব? আমরা আমাদের নিজস্ব কোম্পানি শুরু করি না কেন?
আমরা ভাই থেকে ব্যবসার অংশীদার হব!
তারা একসাথে অ্যাডভেন্টনেট নামে একটি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট হাউস শুরু করে।
শ্রীধর ও তার পরিবারের জীবন উন্নতির দিকে এগোচ্ছিল।
আমাদের কোম্পানির আয় চার বছরে দশ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে!
আমাদের আর কেউ আটকাতে পারবে না!
2009 সালে কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে জোহো কর্পোরেশন করা হয়। পরের দশকের মধ্যে, এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সারা বিশ্বে একটি স্বনামধন্য প্রযুক্তি কোম্পানিতে পরিণত হয়েছিল।
তবে, ভেম্বুর মনে ব্যবসা এবং লাভের চেয়েও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল।
আমি যদি আমার দেশকে সাহায্য করতে না পারি তাহলে এত সাফল্যে কী লাভ ? আমাকে ফিরে যেতে হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সফ্টওয়্যার সেক্টরে ভারতকে স্বনির্ভর করতে সাহায্য করার জন্য আমার সম্পদ ব্যবহার করা উচিত।
শীঘ্রই-
আমি ভারতে ফিরে যেতে চাই। আমি তামিলনাড়ুর মাথালামপারাই গ্রামে আমাদের অফিস খুলতে চাই।
ভারতে ফিরে যাওয়ার ধারণাটি আমার পছন্দ হয়েছে।
কিন্তু আমরা গ্রাম থেকে আমাদের কাজকর্ম চালাব কী করে?
বড় শহরগুলি অত্যন্ত যানজটপূর্ণ এবং দূষিত, তাছাড়া, গ্রামীণ এলাকায় প্রচুর প্রতিভা রয়েছে। আমাদের অবশ্যই ভারতের প্রতিটি অংশকে সুযোগ দিতে হবে।

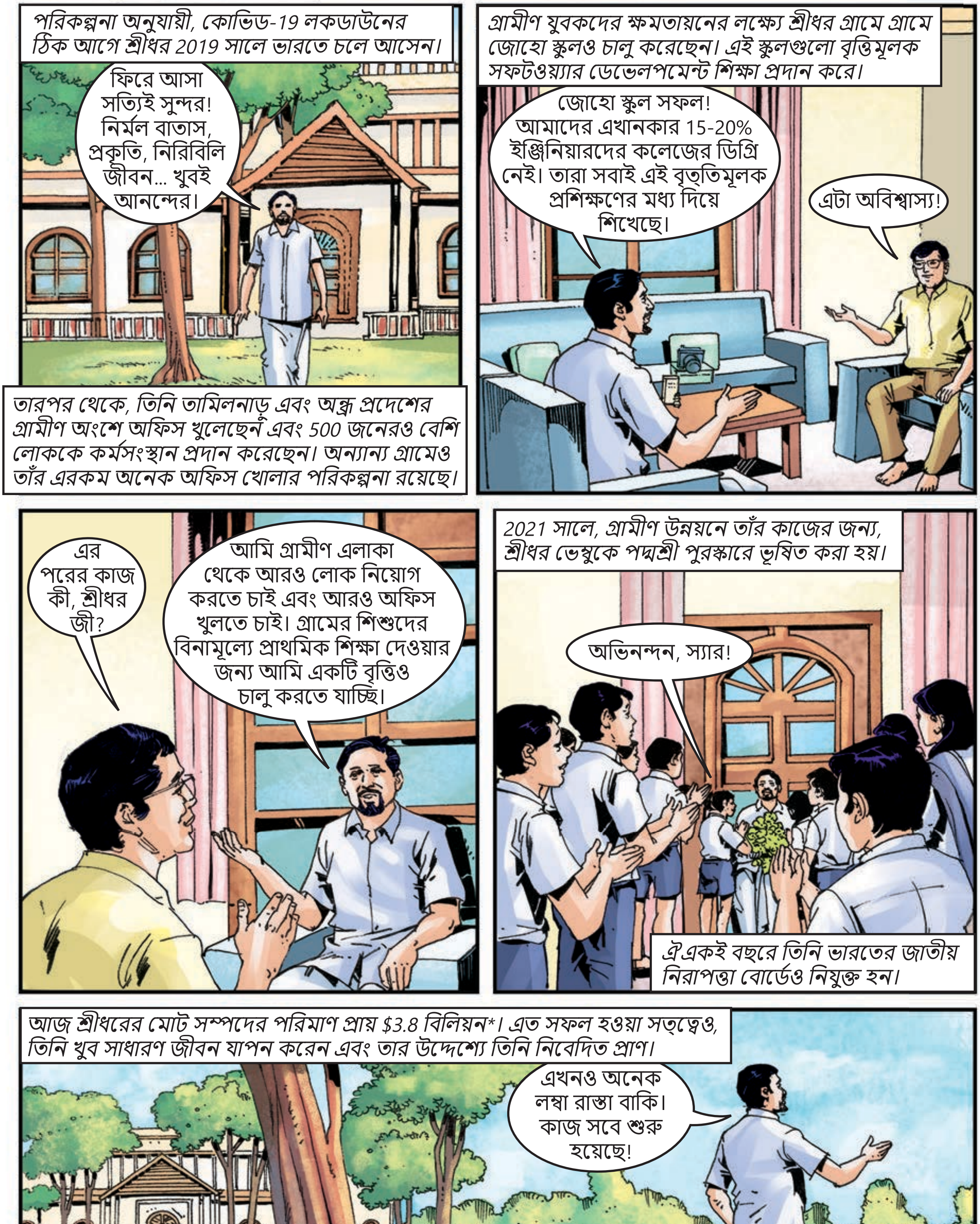


*30,000 কোটি টাকারও বেশি

# বেদাঙ্গী কুলকার্নি

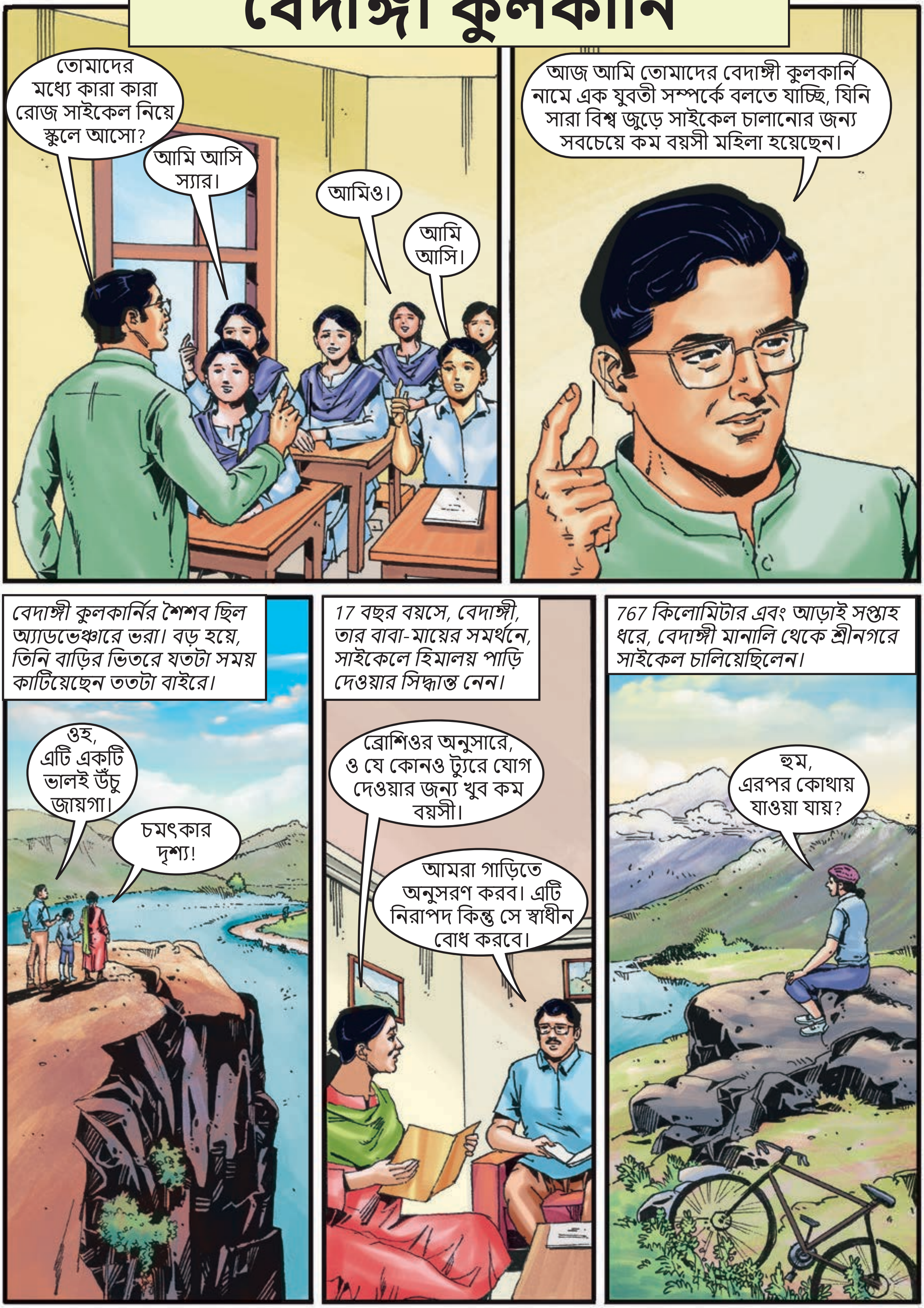
তোমাদের মধ্যে কারা কারা রোজ সাইকেল নিয়ে স্কুলে আসো?
আমি আসি স্যার।
আমিও।
আমি আসি।
আজ আমি তোমাদের বেদাঙ্গী কুলকার্নি নামে এক যুবতী সম্পর্কে বলতে যাচ্ছি, যিনি সারা বিশ্ব জুড়ে সাইকেল চালানোর জন্য সবচেয়ে কম বয়সী মহিলা হয়েছেন।
বেদাঙ্গী কুলকার্নির শৈশব ছিল অ্যাডভেঞ্চারে ভরা। বড় হয়ে, তিনি বাড়ির ভিতরে যতটা সময় কাটিয়েছেন ততটা বাইরে।
ওহ, এটি একটি ভালই উঁচু জায়গা।
চমৎকার দৃশ্য!
17 বছর বয়সে, বেদাঙ্গী, তার বাবা-মায়ের সমর্থনে, সাইকেলে হিমালয় পাড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
ব্রোশিওর অনুসারে, ও যে কোনও ট্যুরে যোগ দেওয়ার জন্য খুব কম বয়সী।
আমরা গাড়িতে অনুসরণ করব। এটি নিরাপদ কিন্তু সে স্বাধীন বোধ করবে।
767 কিলোমিটার এবং আড়াই সপ্তাহ ধরে, বেদাঙ্গী মানালি থেকে শ্রীনগরে সাইকেল চালিয়েছিলেন।
হুম, এরপর কোথায় যাওয়া যায়?

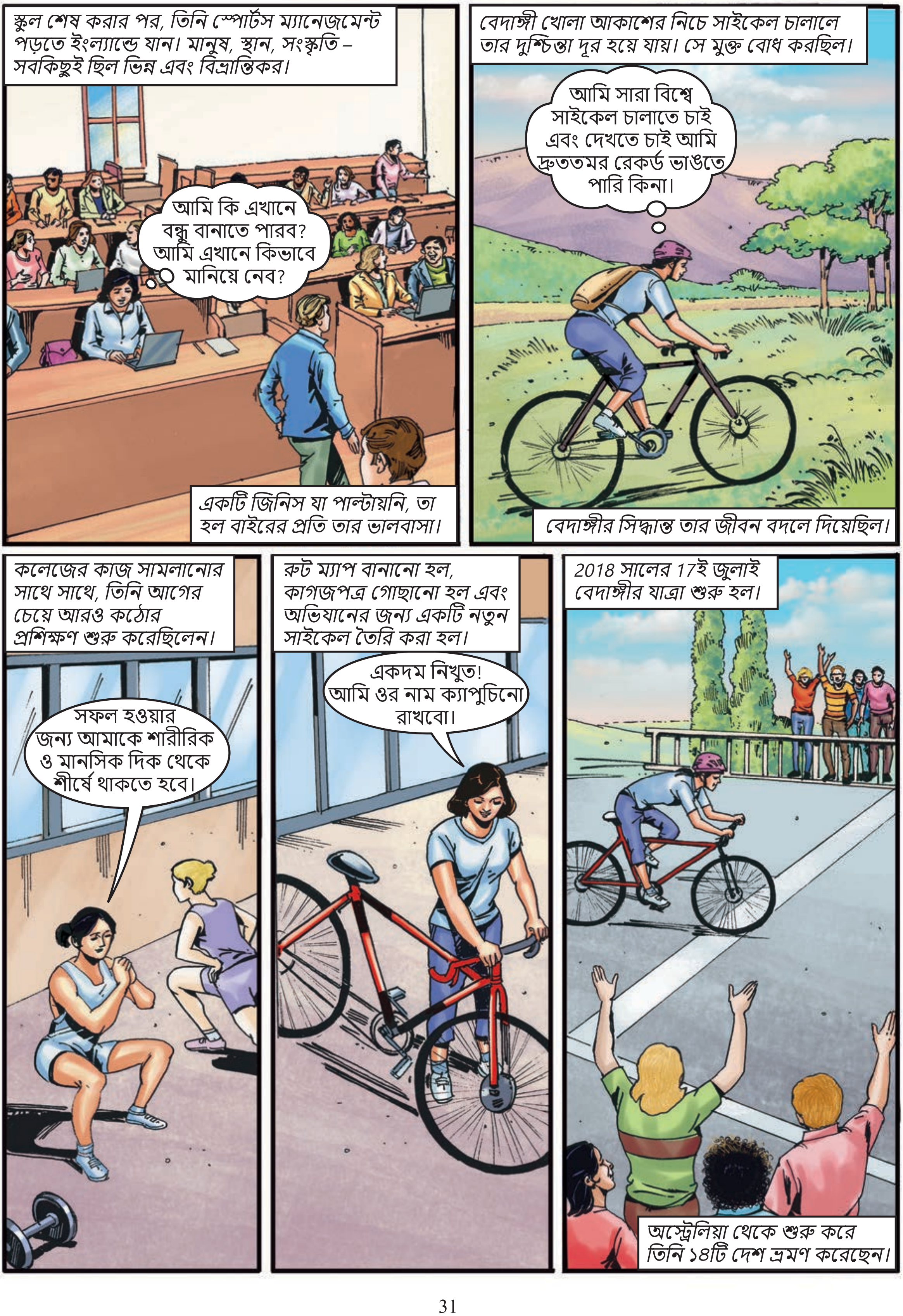
স্কুল শেষ করার পর, তিনি স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট পড়তে ইংল্যান্ডে যান। মানুষ, স্থান, সংস্কৃতি – সবকিছুই ছিল ভিন্ন এবং বিভ্রান্তিকর।
আমি কি এখানে বন্ধু বানাতে পারব? আমি এখানে কিভাবে মানিয়ে নেব?
একটি জিনিস যা পাল্টায়নি, তা হল বাইরের প্রতি তার ভালবাসা।
বেদাঙ্গী খোলা আকাশের নিচে সাইকেল চালালে তার দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়। সে মুক্ত বোধ করছিল।
আমি সারা বিশ্বে সাইকেল চালাতে চাই এবং দেখতে চাই আমি দ্রুততমর রেকর্ড ভাঙতে পারি কিনা।
বেদাঙ্গীর সিদ্ধান্ত তার জীবন বদলে দিয়েছিল।
কলেজের কাজ সামলানোর সাথে সাথে, তিনি আগের চেয়ে আরও কঠোর প্রশিক্ষণ শুরু করেছিলেন।
সফল হওয়ার জন্য আমাকে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে শীর্ষে থাকতে হবে।
রুট ম্যাপ বানানো হল, কাগজপত্র গোছানো হল এবং অভিযানের জন্য একটি নতুন সাইকেল তৈরি করা হল।
একদম নিখুত! আমি ওর নাম ক্যাপুচিনো রাখবো।
2018 সালের 17ই জুলাই বেদাঙ্গীর যাত্রা শুরু হল।
অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে তিনি ১৪টি দেশ ভ্রমণ করেছেন।

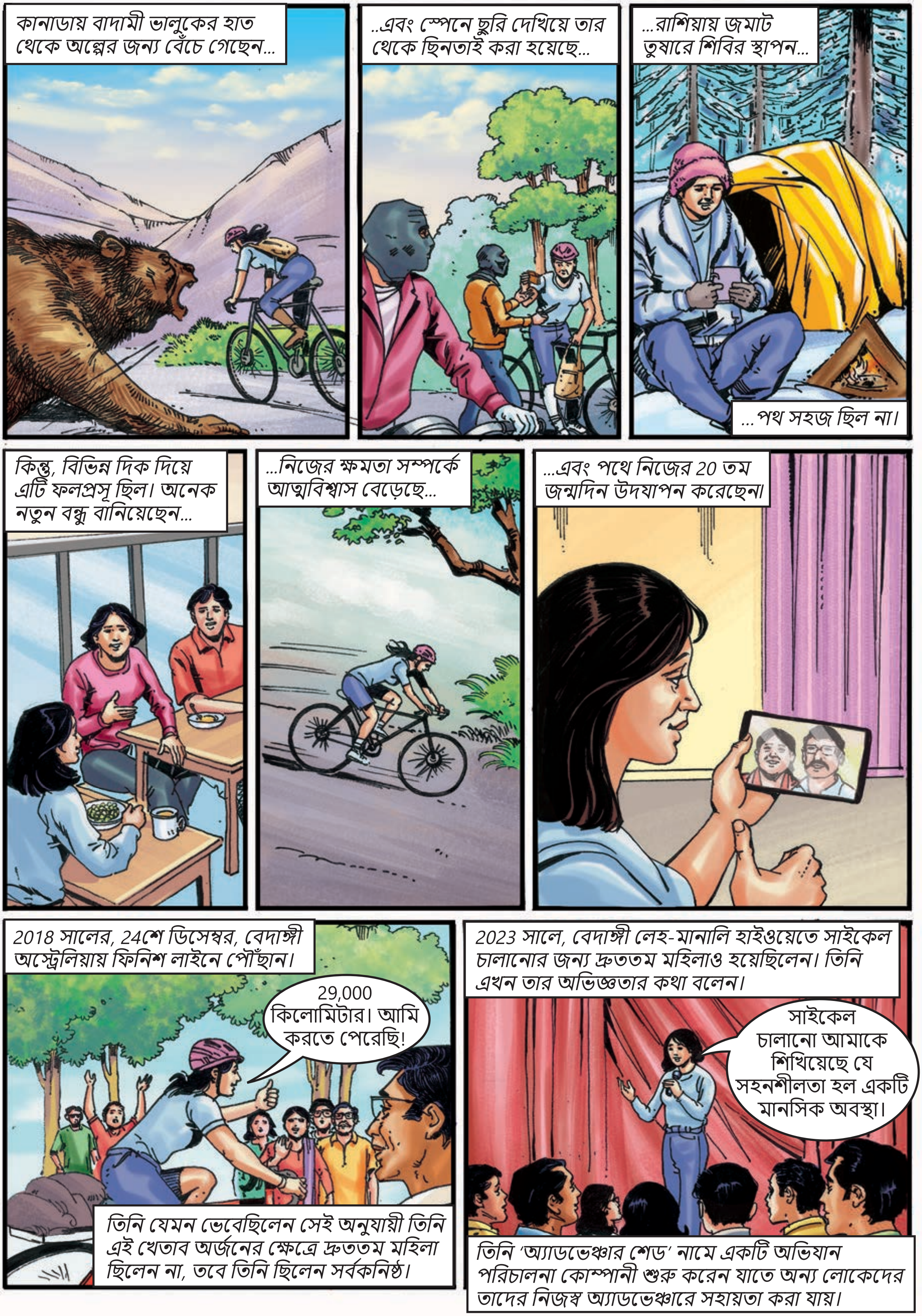

কানাডায় বাদামী ভালুকের হাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন...
..এবং স্পেনে ছুরি দেখিয়ে তার থেকে ছিনতাই করা হয়েছে...
...রাশিয়ায় জমাট তুষারে শিবির স্থাপন...
...পথ সহজ ছিল না।
কিন্তু, বিভিন্ন দিক দিয়ে এটি ফলপ্রসূ ছিল। অনেক নতুন বন্ধু বানিয়েছেন...
...নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে...
...এবং পথে নিজের 20 তম জন্মদিন উদযাপন করেছেন।
2018 সালের, 24শে ডিসেম্বর, বেদাঙ্গী অস্ট্রেলিয়ায় ফিনিশ লাইনে পৌঁছান।
29,000 কিলোমিটার। আমি করতে পেরেছি!
তিনি যেমন ভেবেছিলেন সেই অনুযায়ী তিনি এই খেতাব অর্জনের ক্ষেত্রে দ্রুততম মহিলা ছিলেন না, তবে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ।
2023 সালে, বেদাঙ্গী লেহ-মানালি হাইওয়েতে সাইকেল চালানোর জন্য দ্রুততম মহিলাও হয়েছিলেন। তিনি এখন তার অভিজ্ঞতার কথা বলেন।
সাইকেল চালানো আমাকে শিখিয়েছে যে সহনশীলতা হল একটি মানসিক অবস্থা।
তিনি 'অ্যাডভেঞ্চার শেড' নামে একটি অভিযান পরিচালনা কোম্পানী শুরু করেন যাতে অন্য লোকেদের তাদের নিজস্ব অ্যাডভেঞ্চারে সহায়তা করা যায়।

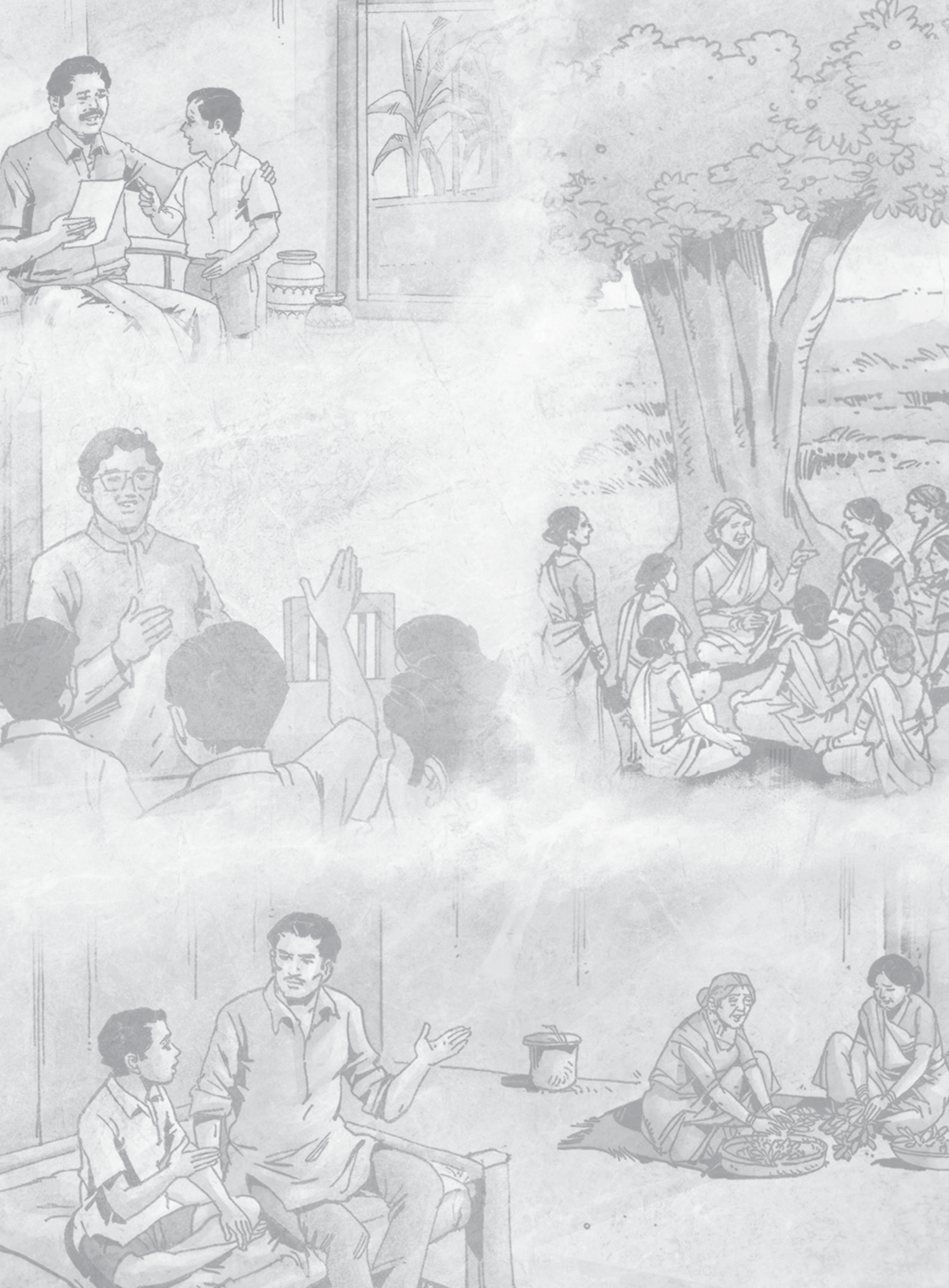

# মন কি বাত

## অধ্যায়-৯

যাঁরা মন দিয়ে কিছু করেন, তাঁদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। অক্ষমতা, দারিদ্র, শিক্ষা বা সম্পদের অভাব যাই হোক না কেন, মানুষ নিজেকে এবং অন্যদের তাদের লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করার জন্য নানা বাধা অতিক্রম করেছে।

মন কি বাত-এর নবম খণ্ডটি সারা দেশের সেই সব লোকদের সম্পর্কে যাদের দৃঢ়তা এবং সংকল্প তারা যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল তার চেয়েও বেশি ছিল।

বেদাঙ্গী কুলকার্নি, যিনি 20 বছর বয়সে বিশ্ব প্রদক্ষিণকারী দ্রুততম মহিলা হয়েছিলেন,তারপরে রিংফামি এবং অ্যাঞ্জেল ইয়ং, যিনি এমন একটি এলাকায় আপেল চাষ করেছিলেন যেখানে এটি জন্মানো অসম্ভব বলে মনে করা হয়েছিল, এবং মাদুরাই চিন্না পিল্লাই, যিনি একটি কমিউনিটি ব্যাঙ্কিং দল শুরু করেছিলেন নিজের মতো গ্রামীণ নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করার জন্য। এই গল্পগুলি প্রমাণ করে যে কোনও ব্যক্তির ইচ্ছা থাকলে যে কোনও কিছুই সম্ভব।

₹99

www.amarchitrakatha.com
ISBN 978-93-6127-200-4
9 789361 272004